মা ভৈঃ মাভৈঃ রবে আমায় কোলে করিয়া রথে দাঁড়াও, মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্হিত না হইয়া একবার অন্তর্নিহিত হও, আমি নয়ন ভরিয়া মন ভরিয়া প্রাণ ভারিয়া সেই ভুবনভরা রূপের ছটা দেখিয়া লই। মা তোমার ঐ কোটি-চন্দ্র-বিনিন্দিত কাল-বিজয়ী কাল-কান্তি-কিরণে আমার মরণভয়-অন্ধকার ঘুচিয়া যাক্। মা! আমি মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের হইয়া সেই মরণ মরিয়া যাই, অমরগণ অমরপদ ত্যাগ করিয়াও যে মরণের জন্য লালায়িত। তাই বলি, আয়্ মা! আজ্ মায়ে পোয়ে মিলিয়া আমরা রথযাত্রার যাত্রী হই, আমার দেহরথে নয়নরথে মনোরথে প্রাণরথে মা! তোমার রথযাত্রা একবার দেখিয়া লই। শুনিয়াছি তোমার রথে আর না কি পুনর্যাত্রা নাই, তাই এত সাধ মা!

সাধক! উল্লিখিত শক্তি রূপ আত্মা যে ব্রহ্ম পদার্থ, এ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রের বা কোন সম্প্রদায়ের কোন মতান্তর নাই, কিন্তু ভেদ-জ্ঞানীর মতান্তর ঘটিয়াছে কেবল তিনটি শব্দ লইয়া, যথা—আত্মা, শক্তি এবং চৈতন্য। "আত্মন্" শব্দ পুংলিঙ্গ, "শক্তি" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এবং "চৈতন্য" শব্দ ক্লীব লিঙ্গ। নাম পক্ষে এই তিনটি লিঙ্গ ভেদ, আবার বস্তু পক্ষেও তিনটি প্রকার ভেদ, যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষ, শক্তি স্ত্রী এবং চৈতন্য বা ব্রহ্ম ক্লীব। নির্গুণ চিৎ শক্তিতে কোন প্রকার-ভেদ নাই বলিয়া চৈতন্য বা ব্রহ্মকে শাস্ত্র ক্লীব রূপ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন, আবার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তির প্রকার-ভেদে মূল জগৎ-পিতা এবং জগজ্জননী হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের সমস্ত জনক জননীগত স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব অনুসারে দেবকে পুরুষ এবং দেবীকে স্ত্রী রূপ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা কেবল শাস্ত্রকর্ত্তা দিগের কল্পনাময় নির্দেশ নহে, যাহা স্বরূপতঃ সত্য, তাহারই উল্লেখ মাত্র। উভয়ের সংযোগে যখনই মায়িক সৃষ্টি স্থিতি সংহার বর্ণন, তখনই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। যখন মায়াতীত স্বরূপ কীর্ত্তন, তখনই ক্লীবত্ব বা স্ত্রীত্ব

পুরুষত্বের অতীত অবস্থা। ক্লীব বলিলে তাহাতে একেবারে স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্ব নাই, ইহা সিদ্ধান্ত নহে, তবে স্ত্রী শক্তি ও পুংশক্তির অব্যক্ত অবস্থা এই মাত্র বলা যাইতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষেও ক্লীবের শরীরে দ্বিবিধ চিহ্নই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন কোন ক্লীবের শরীরে পুরুষদেহের অধিক সৌসাদৃশ্য কোন কোন ক্লীবের শরীরে স্ত্রীদেহের অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তাহা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইতে পারে নাই এই পর্য্যন্ত। ক্লীবের উৎপত্তি প্রকার শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাতে, স্ত্রী শক্তি বা পুংশক্তি কেহ কাহাকেও সম্যক্ পরাজিত করিতে না পারিয়া উভয়ের সাম্য রূপ নপুংসক সৃষ্টি করিয়াছে।

সারদাতিলকে—

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেদ্রেতোধিকঃ পুমান্।
উভয়োঃ সমতায়াস্তু নপুংসকমিতিস্থিতিঃ।

ঋতুরক্তের ভাগ অতিরিক্ত হইলে নারী, শুক্রের ভাগ অতিরিক্ত হইলে পুরুষ এবং শুক্রশোণিত উভয়ের ভাগ সমান হইলে নপুংসক জন্মে, ইহাই নিশ্চয়।

মাতৃকাভেদতন্ত্রে—

পুরুষস্য তু যৎ শুক্রং শক্তে স্তসাধিকং যদি।
তদা কন্যাং বিজানীয়াৎ বিপরীতে পুমান্ ভবেৎ।
উভয়ো স্তুল্যশুক্রেণ ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতং।

পুরুষের শুক্র অপেক্ষা শক্তির রক্ত যদি অধিক হয় তবে কন্যা এবং ইহার বিপরীত হইলেই পুরুষ জন্মিবে, আর যদি উভয়ের অংশই তুল্য হয়, তাহা হইলে ক্লীব জন্মিবে ইহাই নিশ্চিত। এই শুক্র শোনিতের ভাগ কি পরিমাণে সমান হইবে তাহাও কথিত হইয়াছে—

দ্বাবিংশতী রজোভাগাঃ শুক্রমাত্রা শ্চতুর্দশ।
গর্ভসংজননে কালে পুংস্ত্রিয়োঃ সম্ভবন্তি হি।
নারী রজোধিকাংশে স্যাৎ নরঃ শুক্রাধিকাংশকে।

উভয়োরুক্তসংখ্যায়াং স্যান্নপুংসকসম্ভবঃ।

গর্ভোৎপাদনকালে স্ত্রীর দেহে দ্বাবিংশতি মাত্রা রজঃ এবং পুরুষের দেহে চতুর্দশ মাত্রা শুক্র উৎপন্ন হয় ইহাই সমতা, ইহার মধ্যে রজঃ অধিক অর্থাৎ রজোমাত্রা দ্বাবিংশতি কিন্তু শুক্রমাত্রা চতুর্দশের অল্প, এরূপ হইলেই স্ত্রী জন্মিবে, আবার শুক্রমাত্রা অধিক হইলে অর্থাৎ শুক্রমাত্রা চতুর্দশ কিন্তু রজোমাত্রা দ্বাবিংশতির অল্প, এরূপ হইলেই পুরুষ জন্মিবে, আর শুক্র শোনিতের উক্ত সংখ্যা স্থির থাকিলেই নপুংসক জন্মিবে।

এই সমসংখ্যার মধ্যেও মাত্রার অর্দ্ধাংশ বা পাদাংশ অতিরিক্ত হইলে, তাহাতেই ক্লীবদেহে স্ত্রীর অঙ্গসাদৃশ্য বা পুরুষের অঙ্গসাদৃশ্য সমধিক লক্ষিত হইবে, এই লক্ষণ অনুসারে নপুংসককেও স্ত্রীনপুংসক এবং পুরুষ নপুংসক রূপে দ্বিভাগে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু ফলদর্শী শাস্ত্র এই অকর্ম্মণ্য ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণতঃ নপুংসককে এক বলিয়াই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভেদের ফলে কিছু বিশেষ না থাকিলেও মূলে এবং পুষ্পে কিছু বিশেষ আছে—নতুবা এ ভেদ হইত না। মূলে শুক্রশোনিতের বিশেষ, পুষ্পেও দেহ মন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিগত বিশেষ, যে ক্লীবের অঙ্গ পুরুষ সাদৃশ্যে গঠিত, তাহাতে অধিকাংশই পুরুষোচিত বৃত্তির বিকাশ, আবার যে ক্লীবদেহ স্ত্রীসাদৃশ্যে গঠিত, তাহাতে অধিকাংশই স্ত্রীজনোচিত বৃত্তির বিকাশ। এই রূপে ক্লীবত্বের মধ্যেও যেমন স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব সূক্ষ্মরূপে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে এবং তাহারই স্থূল প্রকাশ স্ত্রী ও পুরুষ মূর্ত্তি, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বের মধ্যেও অব্যক্তরূপে শিব শক্তি উভয়তত্ত্বই অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন—তাহারই ব্যক্তভাব উমা মহেশ্বর লক্ষ্মী নারায়ণ রাধা কৃষ্ণ সীতারাম ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন শিবশক্তির ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত অভিন্ন আনন্দময় ব্রহ্মমূর্ত্তি, যাহা কেবল অভিন্ন চিদ্‌ঘণানন্দস্বরূপেই উপাস্য, তাহাই সেই অনাদ্যা আদ্যা ব্রহ্মাদির আরাধ্যা ত্রিভুবনসাধ্যা মহাবিদ্যা। সম্ভবতঃ সাধনার চরম-

তন্ত্রে এই মায়াতীত অদ্বৈত নিত্য আনন্দলীলামূর্ত্তির কিয়দংশের আভাস আমরা সাধকবর্গের সূক্ষ্ম কটাক্ষের লক্ষ্য করিব, এক্ষণে চৈতন্য-শব্দগত ক্লীব লিঙ্গ বিশেষণ থাকিলেও চৈতন্য যে শক্তি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে, ইহাই বুঝিবার কথা, তজ্জন্য তন্ত্রের একটি সূত্র মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপই এ সূত্রের প্রতি পাদ্য দেবতা।

নির্ব্বাণতন্ত্রে—

সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা।
চণকাকারবিস্তারা চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥
অনাদিপুরুষোদ্‌যুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।
জ্বলদগ্নে র্যথা দেবি স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥

সত্যলোকরূপ নিত্যধামে মহাকালী মহারুদ্রের সহিত পরস্পর আলিঙ্গনে একাঙ্গভাবে অবস্থিতা, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির সমষ্টি—জ্যোতির্ম্ময়ী সেই অনাদিপুরুষারূঢ়া অনাদ্যা শক্তি চণকাকার—বিস্তারা, অর্থাৎ চণকের দ্বিদল যেমন পরস্পর সংবদ্ধ, তদ্রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্টা এবং চণক যেমন বহিরাবরণ বল্কল দ্বারা আবৃতা, তিনিও তদ্রূপ নিজ আবরণ মায়ার দ্বারা আবৃতা, চনকের কোমল উজ্জ্বল দ্বিদল অপেক্ষা বল্কল যেমন মলিন এবং কঠিন, পরমানন্দতরল জ্যোতির্ম্ময় শিবশক্তি অপেক্ষা ত্রিগুণ-বিষমা মায়াও তদ্রূপ মলিনা এবং কঠিনা, দ্বিদল এবং বল্কল এই উভয়ের সমষ্টিগত নাম যেমন চণক, তদ্রূপ শিবশক্তি এবং মায়া এই উভয়ের সমষ্টি-গত নাম ব্রহ্ম। স্থূলদর্শীর চক্ষুতে বল্কলের বহির্ভাগ হইতে দেখিতে চনককে এক বলিয়া বোধ হইলেও যিনি বল্কল ভেদ করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার চক্ষুতে যেমন এক চনকের মধ্যেই দুইটি দল পরস্পর অভিন্নভাবে মিলিত এবং মুখে মুখে সংবদ্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মায়ার অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম এক হইলেও মায়ার ভেদজ্ঞ সাধনসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানীর চক্ষুতে তাঁহার শিবশক্তি রূপ পরম প্রেমময় উভয় স্বরূপই

প্রতিভাত হয়। জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ সকল স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই অংশরূপ জীব সকল ধাবিত হইতেছে।

ঈশ্বর-মূর্ত্তিতেই হউক বা জীব-মূর্ত্তিতেই হউক স্ত্রী পুরুষের পরস্পর বিভিন্ন দেহ কেবল দ্বৈতলীলার অভিনয় যন্ত্র বই আর কিছু নহে, যন্ত্রগত ভেদ ভিন্ন যন্ত্রিগত ভেদ কাহারও নাই—উভয় যন্ত্রেরই যন্ত্রী একমাত্র আত্মা বা শক্তি; আবার স্ত্রী পুরুষ দেহের ন্যায় ক্লীবদেহেও সেই আত্মা বা শক্তিই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তবেই এখন স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকদেহ যাহাই কেননা বলি, সমস্তই যে সেই চিৎ-শক্তিরই লীলাভাণ্ড, তাহাতে আর কোন বিকল্প নাই। "ক্তি" প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয় বলিয়া "শক্তি" বলিতে কেবল স্ত্রীমূর্ত্তিই বুঝাইবে, পুরুষ মূর্ত্তিতে শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, তবে—ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে যে, তাহা হইলে শক্তি শব্দে কেবল স্ত্রীকেই বুঝায় কেন? আমরা যথাসময়ে ইহার যথা সাধ্য উত্তর করিতে বাধ্য হইব, এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে, স্ত্রীত্ব বুঝাইতে শক্তিশব্দ যোগরূঢ়, কারণ, মূলতঃ শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ বা নপুংসক সেই প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সৃষ্টি কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত শক্তির পুরুষমূর্ত্তি গ্রহণ কেবল লীলা-বিলাস মাত্র, সংসারলীলাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সে মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া মহাশক্তি স্বস্বরূপে অবস্থিত হইবেন। যাঁহারা আত্যন্তিক মহাপ্রলয় (যে প্রলয়ের পর আর সৃষ্টি সম্ভাবনা নাই) স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে ইহাই সিদ্ধান্ত; কিন্তু এ মতের যুক্তি ও প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বল, ও জন্য প্রায় সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, পুরুষ অংশই সংসার প্রবৃত্তিময় বন্ধনের কারণ এবং শক্তি অংশই সংসার নিবৃত্তিময় মুক্তিরকারণ। জগৎ-প্রবাহের আত্যন্তিক মহাপ্রলয় হইবার কোন কারণ নাই, এ জন্য নিত্যানন্দময়ীর সৃষ্টি স্থিতি সংহারও নিত্য, বন্ধনও

নিত্য, মুক্তিও নিত্য। সেই নিত্য মুক্তিময়ীর নিত্য মূর্ত্তিতে সৃষ্টির বীজ রূপ পুরুষও নিত্য, কিন্তু সেই মহানির্ব্বাণ রূপ মুক্তিস্থলে পুরুষ শক্তি (সৃষ্টি প্রক্রিয়া) কেবল লীলানন্দ অনুভব জন্যই অবস্থিত, তাঁহাতে আর কোন সৃষ্টির তরঙ্গ নাই, এজন্য সে শক্তিকে লীলার উপলক্ষ্য-স্বরূপ নিম্নে রাখিয়া মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি তাঁহার উপরি ভাগে আরূঢ় হইয়া ব্রহ্মানন্দ—রসোল্লাসে অঘোর উন্মাদিনী সাজিয়াছেন। নিশ্চেষ্ট পুরুষ বা সৃষ্টি শক্তিকে পদতলে স্তম্ভিত করিয়া মুক্তকেশী মুক্তির বিজয় ঘোষণা করিতেছেন আর ঊর্দ্ধভুজ প্রসারিত করিয়া ভবভয়-ভীত সন্তানগণকে " মা ভৈঃ মাভৈঃ " রবে অভয় প্রদান করিতেছেন। সেই সৃষ্টি শক্তি পুরুষরূপই স্বয়ং মহাকাল, তাঁহারই বক্ষঃ-স্থলে ঐ কালভয়-ভঞ্জিনী কাল হৃদিরঞ্জিনী কাল—মনোমোহিনীর কৈবল্যলীলা। তাই মহাকাল তন্ত্রে বলিয়াছেন।

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিব হৃদি স্মেরবদনাং।
মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরসলাবণ্যনিরতাং।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো।
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ॥

অপিচ—

পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামা শক্তি র্নিগদ্যতে।
বামা সা দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষ প্রদায়িনী।

পুরুষের নাম দক্ষিণ (দক্ষিণাঙ্গ স্বরূপ বলিয়া) শক্তির নাম বামা (বামাঙ্গ স্বরূপ বলিয়া) যত দিন এই বাম ও দক্ষিণ স্ত্রী ও পুরুষ সমবলে অবস্থিত, ততদিনই সংসার বন্ধন। সাধনার প্রখর প্রভাবে বামাশক্তি জাগরিতা হইলে তিনি যখন দক্ষিণ শক্তি পুরুষকে জয় করিয়া তদুপরি স্বয়ং দক্ষিণানন্দে নিমগ্না হয়েন, অর্থাৎ কি বাম কি দক্ষিণ উভয় অংশই যখন তাঁহার প্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তখনই সেই কেবলানন্দরূপিণী জীবের মহামোক্ষ প্রদান করেন। তাই ত্রৈলোক্য-মোক্ষদা মায়ের নাম—দক্ষিণা কালী।

ক্লীব দেহ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভাগের অব্যক্ত অবস্থা হইলেও তাহা যেমন স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগ ব্যতিরেকে জন্মে নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের জনক জননী শিব শক্তির অব্যক্তভাব ব্যতিরেকেও ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। তবে, ক্লীব দেহও যেমন প্রজাজননশক্তি-বর্জিত ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মরূপও তদ্রূপ সৃষ্টিস্থিতিসংহার—ক্রিয়াবর্জিত। সগুণ অবস্থায় আবার তাঁহা হইতেই গুণ বিভাগ অনুসারে তত্তদ্ গুণের নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য গণেশ সাবিত্রী লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী প্রভৃতি স্বরূপের প্রকাশ। শক্তির সেই স্বরূপ হইতেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার। তবেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রাম কৃষ্ণ সূর্য্য গণেশ, রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী দুর্গা সীতা রুক্মিণী যতই কেননা বল, স্ত্রী হউন, পুরুষ হউন, সমস্তই শক্তিরূপ। সৃষ্টি-শক্তির লীলারূপ ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তির লীলারূপ বিষ্ণু এবং সংহারশক্তির লীলারূপ মহেশ্বর। তেজঃ শক্তির লীলারূপ সূর্য্য এবং সিদ্ধি শক্তির লীলারূপ গণেশ, আর যিনি এই সকল শক্তির নিদান এবং নিধানরূপা মহাশক্তি, তাঁহারই লীলারূপ রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সাবিত্রী দুর্গা সীতা রুক্মিণী প্রভৃতি। সাধক ইহার মধ্যে শক্তির যে রূপেরই উপাসক হউন না কেন, বৈষ্ণব হইয়া যত দিন বিষ্ণুশক্তিকে শিব দুর্গা সূর্য্য গণেশ শক্তি অভিন্ন রূপে অবগত না হইতেছেন, তত দিন তাঁহার বিষ্ণুশক্তি বিষয়ক বোধ অতি অপূর্ণ, আবার শাক্ত হইয়াও যত দিন আদ্যা শক্তিকে বিষ্ণু শিব সূর্য্য গণেশ শক্তির অভিন্ন রূপে অবগত না হইতেছেন, ততদিন তাঁহারও শক্তিতত্ত্ব বিষয়ক বোধ অতি অপূর্ণ, যত দিন এই অপূর্ণ বোধ রহিয়াছে, তত দিন মুক্তির আশা নাই। আমার উপাস্য দেবতাই জগতের উপাস্য দেবতা, শিব শক্তি সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু যাহাই কেন না বল, ইহার কেহই আমার পর বা অনুপাস্য নহেন, কারণ যিনি আমার উপাস্য ইহাঁরা তাঁহারই লীলা—বিভূতি। যিনি আমার প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের আদরের

ধন, এ সকল মূর্ত্তি তাঁহারই সাধের লীলা, আমি কেমন করিয়া সেই সাধের ধনের সাধের ধন এ সকল মূর্ত্তিকে অনাদর করিব। এই একান্ত প্রেমের নিষ্ঠা উপস্থিত হইলে শাক্তের তখন কালী হইতে কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র মনে করিতে ভেদ জ্ঞানের নির্ঘাত বজ্রাঘাতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, বৈষ্ণবেরও তখন কালীকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে এই নিদারুণ যন্ত্রণাতেই মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত হয়। নিজ নিজ দেবতার অপূর্ণ শক্তিজ্ঞান লইয়া কেহই একান্ত সুখী হইতে পারেন না—তাই তন্ত্রশাস্ত্র গভীর স্বরে সাধক সমাজকে কম্পিত করিয়া বলিয়াছেন—"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি! নির্ব্বাণং নৈব জায়তে"। প্রেমময় ভক্তসাধকের হৃদয়ে ইহা যেমন মর্ম্মকথা, দেবদ্বেষী অসুর সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা তেমনই মর্ম্মব্যথা। দেবতার কথায় অসুরের মর্ম্মব্যথা চিরকালই স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তজ্জন্য আমাদিগের বলিবার কিছু নাই। শক্তিতত্ত্বের ফলিতরূপ কালী তারা দুর্গা মূর্ত্তিকেই কেবল "শক্তি" শব্দের প্রতিপাদ্য বুঝিয়া শাক্তগণ যেমন শক্তিতত্ত্বকে খণ্ডিত করিয়াছেন, বৈষ্ণব গণও বিষ্ণুকে শক্তি হইতে স্বতন্ত্র রাখিয়া বিষ্ণুতত্ত্বকেও তেমনই খণ্ডিত করিয়াছেন, আবার অধিকন্তু আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বুঝিয়াছেন এই টুকুই বিশেষ। অনন্ত জ্ঞান-বারিধি ভক্তের আরাধ্য নিধি ভগবান্ কিন্তু তন্ত্রে তাঁহার আত্ম-নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—

শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্মা ত্রয় স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রী পুংন পুংসকোভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ॥

শক্তি মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম, এ তিন শব্দই তুল্য অর্থের বাচক, স্ত্রী পুরুষ এবং নপুংসক বলিয়া যাহা কিছু ভেদ, তাহা কেবল শব্দগত, পরমার্থতঃ বস্তুগত কোন ভেদ নাই। শব্দানুরূপ উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সেই সকল মূর্ত্তিতে স্ত্রী এবং পুরুষ ভাবের লক্ষণ সমস্ত লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীরও আকারে স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ভেদ আছে, তাঁহারা সে আকারকে কি আকারে বুঝিয়া-

ছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কারণ শব্দানুরোধে ঈশ্বরের আকারও যদি জীবের আকারের ন্যায় অপরিহার্য্য এবং বস্তুগত হয় তাহা হইলে আর তাঁহার লীলা কি ? লীলা তাহারই নাম, যাহা স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও আত্ম-আনন্দের উল্লাসে সত্যের ন্যায় অভিনীত হয়। অভিনেতা পুরুষ যেমন অভিনেতা হইয়াও স্বরূপতঃ তাহাতে সম্বন্ধহীন, ভগবান্ বা ভগবতীও তদ্রূপ নানা আকারে লীলা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও তাহাতে সম্বন্ধ-হীন। কেবল অভিনয়ে এবং অভিনেতায় যে সম্বন্ধ, মূর্ত্তি পরিগ্রহের সহিত তাঁহারও সেই সম্বন্ধ। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও জীবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহার দৃষ্টিতে তাঁহার দেহও যেমন অভিনয়, সংসারও তদ্রূপ অভিনয়, কিন্তু তোমার আমার সংসার যত দিন অভিনয় বলিয়া বোধ না হইতেছে, তত দিন তাঁহার মূর্ত্তিও অভিনয় নহে ইহা স্থির। দ্বিতীয়তঃ শব্দানুরোধেই যদি তাঁহার তদনুরূপ-লক্ষণাক্রান্ত আকার স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে শিব শক্তির বা লক্ষ্মীনারায়ণের স্ত্রী পুরুষ মূর্ত্তির ন্যায় ব্রহ্মেরও একটি নপুংসক মূর্ত্তি আছে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে, কেননা ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বস্তুতঃ ব্রহ্মশব্দের বাচ্য পদার্থ শব্দানুসারে ক্লীব হইলেও যেমন স্বরূপতঃ ক্লীব নহেন, তদ্রূপ শিবশক্তি পদের বাচ্য পদার্থ শব্দানুসারে স্ত্রী পুরুষ হইলেও স্বরূপতঃ স্ত্রী মূর্ত্তি বা পুরুষ মূর্ত্তিতে বদ্ধ নহেন। তবে বিশেষ এই যে নির্গুণ ক্লীব ভাবে লীলামূর্ত্তি অসম্ভব, তাই দ্বৈত প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি সংহার এবং লীলা মাধুর্য্য সম্বর্দ্ধনে সাধকের সাধনা পূরণ জন্য সগুণরূপে তাঁহার স্ত্রী পুরুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ। নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা অসম্ভব, তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে চতুস্ত্রিংশৎ পটলে—

"ন পুংসকাত্মকং তত্ত্বু স্বয়মেব প্রকাশতে।

দ্বয়োরেকতরাদ্বৈত যোগাত্মৈতেক ভাবনা ॥”

শিব শক্তি উভয়ের পরস্পর যোগ জন্য অদ্বৈত তত্ত্ব রূপ নপুংসক ভাব স্বত এব প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য কোন স্বতন্ত্র উপাসনার অপেক্ষা নাই। সমগ্র সাধনার পরিণামে যে নির্গুণতত্ত্বে ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা হইতে হইবে সেই ফল রূপ নির্গুণ ভাব, নির্ব্বাণ রূপ মহা-সিদ্ধি ব্যতীত সাধনার অবস্থায় কখনও সম্ভবে না। সগুণরূপে তিনি যে মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করুন্, সমস্তই সেই এক মাত্র তাঁহারই মূর্ত্তি। সকল মূর্ত্তিতেই ভুক্তি মুক্তি ভক্তি দাত্রী সেই এক মাত্র শক্তি বই আর কেহই নহে। এক্ষণে ইচ্ছা হয় সাধক তাঁহাকে বিষ্ণু কৃষ্ণ শিব রাম বলিয়া বুঝিয়া লউন্, না হয়, কালী তারা রাধা দুর্গা সীতা লক্ষ্মী বুঝিয়া লউন্, পিতা মাতা সখা সুহৃৎ যাহা বলিয়া সুখী হয়েন, তাহাই বলুন। বৈষ্ণব তাঁহাকে শক্তিরূপ বিষ্ণু বলিয়া স্থির করুন, শাক্ত তাঁহাকে বিষ্ণু রূপ শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করুন তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি কৃষ্ণশক্তি শিবশক্তি কালীশক্তি যাহাই হউন্, মূর্ত্তিগত স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ভেদ ভুলিয়া চিৎশক্তি স্বরূপে তাঁহার সত্তাসাগরে ডুবিলে তখন সেই তরঙ্গে মিলিয়া আসিয়া সকল মূর্ত্তিই এক হইয়া যাইবেন। শিব বিষ্ণু দুর্গা গণেশ সূর্য্য যিনিই কেন মুক্তি না দেন, সর্ব্বত্রই মোক্ষদা সেই মহাশক্তি। শক্তি-তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে এ অভেদ ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। যত দিন সকল মিলিয়া অভেদ ভাবে এক না হইতেছে, তত দিন নির্ব্বাণ মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি! নির্ব্বাণং নৈব জায়তে!!!

তন্ত্রময় জীবন রামপ্রসাদও সেই তালে তাল দিয়া গাহিয়াছেন—

“উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।

তোমার, পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছে তার্ হাতে মা! কৈ বা বাঁচ?”

জগদম্বার যে সকল নাম সাধনা করিয়া নামের তত্ত্বমাধুর্য্যে ডুবিয়া ভক্তসাধক কৃতার্থ—জীবন্মুক্ত হইয়া যান, দুর্ভাগ্যের কথা বলিব

কি, সেই সকল নামেই আমাদের ঘনজটিল সংশয়গ্রন্থি। যে কয়েকটি নামে আমাদের "মায়াবাদের ছায়া" বলিয়া সংশয় আছে—তন্মধ্যে আর একটি নাম "বিষ্ণুমায়া"। এই নামটি হইতেই তাঁহার "পরম বৈষ্ণবী" উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

যোগিনী তন্ত্রে—দশম পটলে।

ইতুক্ত্বা সা মহাকালী দদাবস্মাসু শাম্ভবি!
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তীঃ সর্ব্বকার্য্যার্থ সাধনাঃ॥
ইচ্ছা তু ব্রহ্মণে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্তু বিষ্ণবে।
মহ্যং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী॥

প্রলয়ার্ণবে ঘোর নামক অসুরের বধের পর আদ্যা শক্তি যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য ভার প্রদান করেন, সেই সময়ের অনুস্মরণে মহাদেব বলিয়াছেন, হে শাম্ভবি! সেই মহাকালী এই (পূর্ব্বোক্ত রূপ) বলিয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমাদিগকে ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রদান করিলেন। সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মাকে ইচ্ছা শক্তি, বিষ্ণুকে স্থিতিশক্তি এবং আমাকে সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী জ্ঞান শক্তি প্রদান করিলেন"।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার গুণ বিভাগের তারতম্য অনুসারে রজোগুণে ইচ্ছা শক্তি, সত্ত্বগুণে ক্রিয়া শক্তি, এবং তমোগুণে জ্ঞান শক্তি সাকার-লীলায় এই ত্রিবিধ স্বরূপেই তাঁহার ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী এবং মহেশ্বরী মূর্ত্তি। এই তিন স্বরূপে তিনি যেমন বিষ্ণুমায়া, তেমনই ব্রহ্মমায়া এবং শিবমায়া। তথাপি শাস্ত্রে অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত জীব এ সংসারে স্থিতি শক্তির অধীন। স্থিতি শক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠিত, স্থিতি ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈষ্ণবী শক্তি বা বিষ্ণুমায়া। তাই দেবগণ দেবীস্তবে বলিয়াছেন—

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

" দেবি! তুমি অনন্ত বিক্রমা বৈষ্ণবী শক্তি, তুমিই এই বিশ্বের বীজ স্বরূপা পরমা মায়া, তোমা কর্ত্তৃকই এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত, আবার তুমিই প্রসন্না হইয়া জীবের মুক্তি বিধান কর "। মায়ারূপে তিনি শিবমায়া ব্রহ্মমায়া হইলেও দেবগণ বলিতেছেন, " ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ এবং পরমাসি মায়া "। কারণ বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাব ব্যতীত বিশ্বস্থিতি অসম্ভব, এই জন্যই আবার বলিয়াছেন " বিশ্বস্য বীজং " কেননা— সম্মোহিতং দেবি সমস্ত মেতৎ " অর্থাৎ মোহ ব্যতিরেকে বিশ্বস্থিতি সম্ভবে না। বিষ্ণু শক্তির অধিকারেই জীব মায়ামোহে পীড়িত হয়, এই জন্যই বিষ্ণুর নামান্তর জনার্দ্দন অর্থাৎ জন-পীড়ন-কারী। অতীতকালে ব্রহ্মার যে মায়া প্রভাবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে মহেশ্বরের যে মায়ায় জগতের সংহার সাধন হইবে, এই উভয় মায়ার কোন মায়ার সহিতই স্থিতিশীল জগতের তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নহে, যত বর্ত্তমান কালময়ী বিষ্ণুমায়ার সহিত। প্রথম সৃষ্টি কালে জীব স্বাধীন ভাবে জগতে আসে নাই, কারণ যাঁহার ইচ্ছা প্রভাবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার ইচ্ছা প্রভাবেই জীবের জীবত্বও সৃষ্ট হইয়াছে। আবার মহা প্রলয় কালেও জীব স্বাধীন ভাবে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবে না, কারণ যিনি জগতের সংহর্ত্তা, তিনিই জীবের জীবত্ব সম্বরণ কর্ত্তা। সুতরাং এই সৃষ্টি ও মহা প্রলয় উভয় কালেই জীবের স্বাধীন ভাবে কিছু ভাবিবারও অবসর নাই, প্রার্থনা করিবারও অধিকার নাই। তখন মাতৃ গর্ভ্তে প্রবেশ ও নির্গমের ন্যায় জীব অনিচ্ছাক্রমেও প্রকৃতি গর্ভ্তে প্রবিষ্ট এবং তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে স্বতএব বাধ্য। জননীগর্ভ্তে দশমাস অবস্থিতির ন্যায় মায়াগর্ভে জগতের স্থিতি কাল পর্য্যন্ত জীবের অবস্থান। গর্ভাধান হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত

জননী যেমন গর্ভবতী, সৃষ্টি হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্তও মায়া তদ্রূপ স্থিতিমতী—এই সময়েই তাঁহার নাম বিষ্ণু মায়া। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"মাতৃভুক্তানুসারেন বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ" মাতা যেরূপ পদার্থের ভোগ বা ভোজন করেন, সেই ভুক্ত পদার্থের গুণানুসারে গর্ভস্থ সন্তান বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ, সংসারে প্রকৃতি যেরূপ ভোগ করিবেন তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান আমরাও তদ্রূপ গঠিত বা বর্দ্ধিত হইব। তাই প্রকৃতির ভোগ্য পদার্থ রাজস তামস অংশ অতিক্রম করিয়া যাহাতে সাত্ত্বিক রূপে পরিণত হয় তাহাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। রীতি নীতি, আচার বিচার, বিধি ব্যবস্থা, শাস্ত্র অস্ত্র, সাধন ভজন, মন্ত্র তন্ত্র যত কিছু সমস্তই এই জন্য। আত্ম-প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক ভোগে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সেই ভুক্তগুণে স্বয়ং পরিপুষ্ট হইয়া যিনি যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে মায়ার গর্ভকোষ হইতে নিক্রান্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রসবের পর সেই মহামায়া মায়ের প্রসূতি রূপ দর্শন করিয়া সাদরে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান লাভ করেন। গর্ভস্থ সন্তান যেমন দুরন্ত গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রসবের পর জননীর স্নেহময় মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, সাধন-সিদ্ধ যোগীন্দ্র পুরুষও তেমনি মায়াকোষ হইতে নিক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মময়ী জননীর বিশ্ববাৎসল্য-পূর্ণ বদনমণ্ডলের কৈবল্যকান্তি-চ্ছটায় দ্বৈতসংসারের নিখিল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যান। যে মায়ার গর্ভ-কোষে থাকিয়া একদিন সাধককে মোহময় অন্ধকারের বিকট বিভীষিকা দেখিতে হইয়াছে, আজ্ তিনি সেই মায়ার গর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইয়া আবার সেই বিশ্ব প্রসূতির অঙ্কেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু অন্ধকারের পরিবর্ত্তে সেই শতকোটি-শরদিন্দু বিনিন্দিত আনন্দ-সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় সত্তাসাগরে ডুবিয়া তখন ভাবের তরঙ্গে স্নেহের হিল্লোলে মায়ের কোলে দুলিয়া দুলিয়া খেলিতেছেন, আর দেখিতেছেন মায়া আর মায়া নাই, মায়াময়ী মা হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম গর্ভবতী জননীকে যে সাধ দিবার প্রথা আছে, সেই প্রথানুসারেই সংসারে যাহা

কিছু সাধন ভজন, তাহাই প্রকৃতির সাধের ভোজন। সে ভোজনের আয়োজনে এই পর্য্যন্তই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে যে,—ব্রহ্মার শক্তি অথবা ব্রহ্মরূপিণী শক্তি হইতেই এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভসঞ্চার। বিষ্ণু শক্তি অথবা বিষ্ণুরূপিণী শক্তি হইতে সে গর্ভের পুষ্টি এবং শিব শক্তি অথবা শিবরূপিণী শক্তি হইতেই সে গর্ভের প্রসব। রজোগুণ-প্রধানা শক্তির প্রভাবে জীব জগতের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণ প্রধানা শক্তির প্রভাবে স্থিতি এবং তমোগুণ-প্রধানা শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় বা মায়াবন্ধন-মোচন। ব্রহ্মশক্তি হইতে সৃষ্টি যাহা হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব, সুতরাং জীবের পক্ষে ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মমায়ার উপাসনায় ভূতসৃষ্টির অন্যথাকরণ-বাসনা বিফল; তবে অন্য কামনায় উপাসনা সে কথা স্বতন্ত্র। জীব মাত্রেই বর্ত্তমানে বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণু-মায়ার অধীনতায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে সাধন ভজন দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে তবে তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে রজোগুণ এবং তমোগুণ সংহারের কথা। সেই সময়েই সংহারকারিণী সংসারতাপহারিণী শিবশক্তির উপাসনার পূর্ণ অধিকার। মূলতঃ যে তমোগুণ লইয়া অবিদ্যারূপে তাঁহার সংসার-সৃষ্টি, আবার মহাপ্রলয় কালে নিত্যজ্ঞানানন্দময়ী শিবশক্তি রূপে তৎ-কর্ত্তৃকই সে তমোগুণের সংহার। কিন্তু এ অধিকার ত সত্ত্বগুণের পূর্ণা-বস্থায়। এখন অবিদ্যা গর্ভে জীব যত দিন রজোগুণ এবং তমোগুনের প্রভাবে অভিভূত, তত দিনই তাহার প্রতি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির জন্য সমস্ত শাস্ত্রের উপদেশ। তাই শাস্ত্র সাধনার অধিকারীকে মায়াতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া ভূত ভবিষ্য বিহারিণী ব্রহ্মমায়া এবং শিবমায়া না বলিয়া অধিকাংশ স্থানেই বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ-প্রভাবা বিষ্ণুমায়াকেই মায়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কারন সংসারে মায়ার বর্ত্তমান প্রভাবেই তাঁহার তত্ত্ব জীবের প্রত্যক্ষরূপে বুঝিবার কথা। বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণু-শক্তি বলিতে বিষ্ণুর অধীন মায়া বা শক্তি নহে। যাঁহারা শক্তিবিদ্বেষী বৈষ্ণব, তাঁহারা হয় ত এ কথা বুঝিয়াও বুঝিবেন না, কিন্তু আমরা

বলি, বৈষ্ণব বুঝুন্ আর নাই বুঝুন, বিষ্ণুর স্বাধীন শক্তি কি শক্তির অধীন বিষ্ণু, মধু কৈটভ যুদ্ধে বিষ্ণু স্বয়ং তাহা বুঝিয়াছেন। ফল কথা, বৈষ্ণব! শক্তি আর শক্তিমান্ অথবা মায়া আর মায়াবিরূপে তুমি যে "দুই" বলিয়া বুঝিয়াছ, ঐ টুকুই ভ্রান্তিবিকার। স্বরূপতঃ যিনি মায়া বা শক্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি তাঁহারই লীলা বিলাস মাত্র। আবার আজ্ কাল্ যাহারা জাতিগত বৈষ্ণব, তাহাদিগের মুখেই অধিকাংশ শুনিতে পাওয়া যায়, "ভগবতী না কি পরম বৈষ্ণবী"। যাহা হউক জাতি-বৈষ্ণবের জন্ম-বৃত্তান্ত বোধ হয় কাহারও অবিদিত নহে, তাহারা মা বলিতে আপন মাকেও যেমন বুঝে, জগতের মাকেও তেমনই বুঝিয়াছে, কারণ মা বলিতে উহাদের সংস্কারই ঐরূপ। আবার "আত্মবৎ সেবা" ইহাও বৈষ্ণব শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, এজন্য সেরূপ বৈষ্ণবকে বলিবার কিছু নাই, কারণ ইহা তাহাদের আত্ম পরিচয় মাত্র। কিন্তু অধিকন্তু মধুরত্ব এই যে, মা ত বৈষ্ণবী, বাবা আবার পরমার্থ ভাই, ধন্য বৈষ্ণব! বলিহারি তোমার সিদ্ধান্ত! লোকাচারে থাকিয়াও এ সম্বন্ধের মধুরতা কেবল তুমিই বুঝিয়াছিলে!!!

আপন দলে নজির দেখাইবার জন্য যদি মহাদেবকে পরমার্থ-ভাই বলিতে এতই সাধ হইয়া থাকে, তবে আপনমাকে লইয়া জগতের মা না বুঝিয়া একবার জগতের মাকে লইয়া আপন মা বুঝিয়া লও না কেন? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীটাণুকীটের মা পর্য্যন্ত এক করিয়া লও, শাক্ত বৈষ্ণবে এক কণ্ঠ হইয়া সমস্বরে গান কর "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ" তখন একা মহাদেব কেন, দেব অধিদেব উপদেব দানব মানব ব্রহ্মাণ্ডময় যত জীব দেখিবে, সমস্তই সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিত্রী জগদ্ধাত্রীর পুত্র বই আর কিছুই নহে; তখন পরমার্থ বই অন্য অর্থের কথাই নাই, সুতরাং ত্রিভুবনময় পরমার্থ ভাই বই তখন আর কিছুই নাই। বৈষ্ণব! বলিতে পার, ? বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদে বিষ্ণুর প্রসাদে এমন দিন কবে ঘটিবে, যে দিন

তুমি শক্তিকে বিষ্ণুমায়া না বলিয়া বিষ্ণু বলিয়াই বুঝিবে। বিষ্ণুর অধিকৃত শক্তি বলিয়া তাঁহার বৈষ্ণবী নাম নহে। বিষ্ণুর প্রসূতি বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণবী। ভগীরথের আরাধিতা এবং আনীতা বলিয়াই গঙ্গার নাম ভাগীরথী, ভগীরথের নামে তাঁহার নাম হইয়াছে বলিয়াই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্যা গঙ্গা ভগীরথের আশ্রিতা নহেন, কিন্তু ভক্ত-চূড়ামণি ভগীরথের অপার কীর্ত্তি প্রবাহ ত্রিজগতে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্তই শঙ্কর-শিরোবিহারিণী সংসারতাপহারিণী বিশ্বজননী বিশ্বজননী হইয়াও "ভগীরথের জননী হইবেন" এই সাধের আদরে ভাগীরথী নাম ধারণ করিয়া ভক্তবৎসলা নিজ ভক্তির মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়াছেন। তদ্রূপ ব্রহ্মাদি-প্রসবিনী ব্রহ্মাণ্ড-জননী হইয়াও তিনিই আবার ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মহেশ্বরী নাম ধারণ করিয়া নিজ সৃষ্টিস্থিতি সংহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে আপনি প্রসূত হইয়া আবার আপনিই প্রসূতি হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রিত বল, তাহাতেও তিনি তাঁহারই আশ্রিত, আর আশ্রয় বল, তাহাতেও তিনি তাঁহারই আশ্রয়, সুতরাং তাঁহাকে কিছু বলিয়াই কিছু করিবার উপায় নাই। কেবল উপায় আছে তোমার আমার নরক যাত্রার। তাই বলি সাধক! সাবধান! পাষণ্ডের পাপ সিদ্ধান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিও।

আর একটি নাম "ব্রহ্মময়ী"। ইহা হইতেও বিদ্বেষি-বর্গের আপত্তির সুবিধা এই যে, যিনি ব্রহ্ম, তিনি কখনও ব্রহ্মময়ী হইতে পারেন না, যদি ব্রহ্মই হইবেন, তবে আর ব্রহ্মময়ী নাম কেন? ব্রহ্ম বলিলেই হইত! ইহার উত্তরে আমরা আর সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতার পরিচয় দিতে চাই না। একান্ত ভক্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও সময়ে সময়ে যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন, ভ্রান্ত জীব-নাস্তিক মানব তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তবে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাধকগণ জানিবেন মালা যেমন স্বর্ণময়ী, প্রতিমা যেমন মৃন্ময়ী, সূর্য্য যেমন তেজোময়, গঙ্গা যেমন জলময়ী, জগদম্বাও তেমনই ব্রহ্মময়ী। (স্বারূপ্যে ময়ট্)

ব্রহ্ম শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয়, যাহা তাঁহার স্বরূপ, তাহাই ব্রহ্ম, অথবা যাহা ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাই তিনি। সাকাররূপেও তিনি গুণাতীত ব্রহ্মরূপিণী, তাই তাঁহার নাম ব্রহ্মময়ী। কর চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্ত্র অলঙ্কার আসন বাহন আবরণ পরিবার ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার ব্রহ্ম স্বরূপ, তাই তিনি ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী শব্দের অর্থ ব্রহ্মব্যাপিনী নহে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপিণী। বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মব্যাপী পদার্থ জগতে কি আছে, তাহা ত আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন নাই।

শক্তিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সাধকবর্গ তাহা হইতে ইহা অবশ্য অবগত হইয়াছেন যে, বিদ্বেষী শাক্ত বা বৈষ্ণবের লক্ষ্য শক্তি আর তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য শক্তি এক নহেন। রাধা লক্ষ্মী সীতা রুক্মিণী সাবিত্রী সরস্বতী গঙ্গা গৌরী গণেশ সূর্য্য শিব বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, প্রভৃতি পূর্ণ অনন্ত চরাচর সমস্তই শক্তিরূপ। তন্মধ্যে আবার রাধা লক্ষ্মী সীতা সতী প্রভৃতি ব্রহ্মমূর্ত্তি সকল ত মহাশক্তিরই কৈবল্য-লীলা। ইতি পূর্ব্বে সহস্র স্কন্ধ রাবণ বধপ্রসঙ্গে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধকবর্গ তাহা হইতেই সীতাতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন। এখন বৈষ্ণব গণ যে, "শ্রীকৃষ্ণের দাসী" বলিয়া রাধিকাকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট দিয়া পূজা করেন, রাধিকার সেই দাসীত্ব শাস্ত্রে কিরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কথা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, সাধক বর্গ শাস্ত্রের এই তরঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়াই রাধাতত্ত্ব সুধা সমুদ্রের অপার গুরুগাম্ভীর্য্য বুঝিয়া লইবেন—

দেবী ভাগবতে নবমাধ্যায়ে—

নারদং প্রতি শ্রীনারায়ণ বাক্যং—

প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।

গবাং গণৈঃ সুরভ্যাচ তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া হরেঃ ॥
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ র্মুনিভিঃ পরয়া মুদা।
পুষ্প ধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥
পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী সুযজ্ঞেনৈব পূজিতা।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রেচ ভারতে।
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ॥

রাধিকা প্রথমতঃ গোলোক ধামে কার্ত্তিকের পূর্ণিমায় রাসমণ্ডল মধ্যে পরমাত্মা কৃষ্ণ কর্তৃক পূজিতা হয়েন। অনন্তর ভগবানের আজ্ঞা-ক্রমে গোপী কদম্ব, গোপবৃন্দ, গোপবালক বালিকা মণ্ডল, গোগণ এবং গোকুলের অধশ্বরী সুরভি তাঁহার পূজা করেন, এইরূপে গোলোক বাসিগণের পূজা সমাহিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেববর্গ এবং অমরপুরনিবাসী মুনিগণ পুষ্প ধূপ গন্ধ চন্দনাদি দ্বারা ভক্তিসহ-কারে সর্ব্বদা তাঁহার পূজা এবং বন্দনা করেন। তৎপশ্চাৎ পৃথিবী-মণ্ডলে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভগবান্ মহাদেব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সুযজ্ঞ তাঁহার পূজা করেন, তদনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে স্বর্গমর্ত্য রসাতলে ত্রিলোকের লোক মণ্ডলে তাঁহার আরাধনার আরম্ভ হয়।

নারদ পঞ্চরাত্রে। দ্বিতীয়রাত্রে—তৃতীয়াধ্যায়ে—
যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপাচ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ ১ ॥
যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতি স্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২ ॥
তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসুচ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ ॥ ৩ ॥
আবির্ভাব তিরোভাব স্তস্যাঃ কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ ॥ ৪ ॥

প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপাচ সা মুনে ।
রসনাধিষ্ঠিতা দেবী স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৫ ॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্নাচ পার্ব্বতী ॥ ৬ ॥
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা ।
সংহন্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং দেববৈরি-বিমর্দ্দিনী ॥ ৭ ॥
স্থানদাত্রীচ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি ।
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা ॥ ৮ ॥
লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবী প্রকীর্ত্তিতা ।
মনোধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ॥ ৯ ॥
রাধা বামাংশ-সম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা ।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্থৈবহি নারদ ॥ ১০ ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যাচ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা ।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ১১ ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে ।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ ১২ ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে ।
সরস্বতী দ্বিধাভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১৩ ॥
সরস্বতী ভারতীচ যোগেন সিদ্ধযোগিনী ।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ ১৪ ॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা ।
বৃন্দাবনেচ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥ ১৫ ॥
রাসমণ্ডল মধ্যেচ রাসক্রীড়াং চকার সা ।
কৃষ্ণচর্ব্বিত তাম্বূলং চখাদ রাধিকা সতী ॥ ১৬ ॥
রাধাচর্ব্বিত তাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ ।
একাঙ্গোহি তনো [তয়োঃ] র্ভেদো দুগ্ধ ধাবল্যয়ো র্যথা ১॥ ॥৭

ভেদকা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
তয়োর্ভেদং করিষ্যন্তি যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং ॥ ১৮ ॥
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।

পুনশ্চ ষষ্ঠাধ্যায়ে—

আদৌ সমুচ্চরেদ্রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
বিপরীতং যদি পঠেদ্ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবং ॥
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥
দৈবদোষেণ মহতা যেচ নিন্দন্তি রাধিকাং।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ ॥
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতং।
ইহৈব তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥
ভবেদ্রোগীচ পতিতো বিঘ্নং তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণঃ শ্রুতং ॥
ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোঽসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎ পাদপদ্মে ভক্ত্যার্ঘং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতিচ ॥
যৎ পাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পুরা ॥

অপিচ—পঞ্চমরাত্রে পঞ্চমাধ্যায়ে।

যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।
অস্যা নাম সহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ ॥
দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গপ্রসাধিনী।

ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকৃতিতত্ত্বের অতীত, [নির্লিপ্ত] ব্রহ্ম-স্বরূপা রাধিকাও তদ্রূপ প্রকৃতির অতীতা নির্লিপ্তা ॥ ১ ॥ কর্ম্মানুরোধে তিনি যেমন সময়ানুসারে সগুণ মূর্ত্তি, মহাপ্রকৃতি রাধিকাও তদ্রূপ কর্ম্মানুরোধে কাল বিশেষে স্থূল প্রকৃতিরূপে ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ২ ॥ সেই

সূক্ষ্ম প্রকৃতি স্থূলরূপেও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ রসনা বুদ্ধি মনে যোগ-শক্তি প্রভাবে অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! কাল বিশেষে মায়িক জগতে তাঁহার আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র হয়, বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম নাই এবং কেহ তাঁহার জন্মদান করিতেও পারে না। ভগবান্ হরির ন্যায় ভগবতী রাধিকাও নিত্যা এবং সত্য স্বরূপিণী ॥ ৪ ॥ মুনে ! যে মহাশক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই রাধারূপিণী, যিনি রসনার অধিষ্ঠাত্রী তিনিই স্বয়ং সরস্বতী ॥ ৫ ॥ যিনি তাঁহার বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনিই সেই দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা, এক্ষণে যিনি গিরিরাজ্যের কন্যা রূপে অবতীর্ণা এবং পার্ব্বতী নামে ত্রিলোকবিখ্যাতা ॥ ৬ ॥ সমস্ত দেবতার তেজঃ পুঞ্জে অধিষ্ঠিত হইয়া যে দেববৈরিবিমর্দ্দিনী দেবী দৈত্যকুল সংহার পূর্ব্বক দেবগণকে পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রদান করিয়াছেন, যিনি এই ত্রিজগতের ধাত্রী, যিনি ক্ষুধা পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টি পুষ্টি ক্ষমা লজ্জা এবং ভ্রান্তি-রূপিণী, যিনি এই নিখিল জীবের অধীশ্বরী। বিশেষতঃ বিপ্রজাতিতে যিনি ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ নারদ ! রাধিকারই বামাঙ্গ হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১০ ॥ সেই মহালক্ষ্মীর অংশ হইতেই সিন্ধুবালা কমলা আবির্ভূতা হইয়াছেন, ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন কালে সাগরজল ভেদ করিয়া যিনি উদ্গতা হইয়াছেন। তিনিই ধরাধামে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী এবং ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের পত্নী ॥ ১১ ॥ স্বর্গ-লক্ষ্মীও তাঁহারই অংশ-সম্ভবা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিতা, আর স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠনাথের অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মলোকবিহারিণী সাবিত্রীই ব্রহ্মার পত্নী। ভগবানের আজ্ঞা-ক্রমে সরস্বতী পূর্ব্বেই দ্বিভাগে বিভক্তা হইয়াছিলেন। প্রথমা সরস্বতী দ্বিতীয়া ভারতি (সাবিত্রী), ইহাঁরা উভয়েই সিদ্ধিযোগময়ী, তন্মধ্যে ভারতি ব্রহ্মপত্নী এবং সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ রাসলীলার

অধীশ্বরী পরমেশ্বরী রাধিকাই রাসমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সেই নিত্য ব্রহ্মসনাতনীই পূর্ণরূপে বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণা ॥ ১৫ ॥ রাস মণ্ডল মধ্যে তিনিই রাস লীলার মূল অভিনেত্রী, সেই লীলাবিহার-চ্ছলেই ভক্ত বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া বা উভয়ের অভেদ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া ভগবতী ভগবানের এবং ভগবান্ ভগবতীর প্রেমোপহার উচ্ছিষ্ট তাম্বূলের ভোজনাভিনয় করিয়াছেন। স্বরূপতঃ তাঁহারা উভয়েই একাঙ্গ, বহির্দৃষ্টিতে লীলামাধুর্য্য প্রকটন জন্য তাঁহাদিগের দেহগত ভেদ মাত্র, বস্তুতঃ অভেদ, কেননা, এ ভেদও দুগ্ধের সহিত তাহার শ্বেতবর্ণের ভেদের ন্যায়। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ তরলতা মাধুর্য্য ইত্যাদি সামুদায়িক অংশ লইয়া যেমন দুগ্ধ পদার্থ, সৎচিৎ আনন্দ ইত্যাদি স্বরূপ লইয়াও তদ্রূপ ব্রহ্ম পদার্থ। শ্বেতবর্ণ তরলতা মাধুর্য্য ইত্যাদি কোন অংশ ত্যাগ করিয়া যেমন দুগ্ধত্ব নির্ণয় হয় না, শক্তি শক্তিমান্ শক্তি বিভূতি ইত্যাদি কোন অংশ ত্যাগ করিয়াও তদ্রূপ ব্রহ্মত্ব নির্ণয় হয় না। ভাষায় বুঝাইবার প্রণালী অনুসারে আংশিক ভেদ কল্পনা করিয়া সেই সেই অংশের নাম পৃথক্ পৃথক্ করিলেও বস্তু যেমন পৃথক্ হয় না, তদ্রূপ রাধা বা কৃষ্ণের লীলা মূর্ত্তি পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের কোন ভেদ নাই—রাধাকৃষ্ণ উভয় তত্ত্ব লইয়াই ব্রহ্মত্ব, যিনি রাধিকা, তিনিই কৃষ্ণ ; যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রাধিকা ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ যাহারা এই অভিন্ন অদ্বৈত পরমতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের ভেদ জ্ঞান করে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রহিয়াছেন তত দিন নরক যাতনা হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। যাহারা তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করিবে, এবং যাঁহারা ব্রহ্মময় লীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া পরমা প্রকৃতি রাধিকার নিন্দা করিবে, ব্রহ্মার বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তাহাদিগের নারকীয় দেহের পরিপাক হইবে ॥ ১৮ ॥

পুনর্ব্বার ষষ্ঠাধ্যায়েঁ বলিয়াছেন—

আদিতে রাধা নাম উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ কৃষ্ণ বা মাধব নামের

যোজনা করিবে, ইহার বিপরীত ক্রমে পাঠ করিলে নিশ্চয় তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ জগৎপিতা এবং রাধিকা জগন্মাতা, উভয়ে এক পদার্থ হইলেও লীলাবতারে লৌকিক ব্যবহারে পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে গরীয়সী এবং বন্দনীয়া ও পূজনীয়া। সেই গৌরব রক্ষার জন্যই লোক জগতের প্রতি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যে প্রথমে রাধিকার নাম গ্রহণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম তাহাতে যুক্ত করিতে হইবে। পিতার পত্নী বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অল্প হইবারই কথা, কিন্তু এ স্থলের লৌকিক ব্যবহার ধর্ম্মানু-প্রাণিত বলিয়াই শাস্ত্রানুমোদিত, সুতরাং শাস্ত্র-নিরপেক্ষ কেবল লৌকিক ব্যবহার নহে—শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সহস্রন্তু পিতূ র্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে" পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্র গুণ গৌরবে অতিরিক্ত। তাহার কারণও শাস্ত্রই নির্দেশ করিয়াছেন "গর্ভ্ভ ধারণ পোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী" গর্ভ ধারণ এবং সন্তান পোষণ এই উভয় কারণে পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক গুরু। যাঁহা হইতে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করা যায়, জগতে তিনিই গুরু, জগতের এ শিক্ষা দীক্ষার পরীক্ষাকারিণী প্রকৃতি, অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি যাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, গুরু তাহাই শিক্ষা দিতে পারেন, সুতরাং শিক্ষার প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পরীক্ষার ভার প্রকৃতির হস্তে, কিন্তু এই জগৎ-পরীক্ষাকারিণী প্রকৃতি আবার শিক্ষিতা দীক্ষিতা হইবেন মহা প্রকৃতি রূপিণী জননীর নিকটে। মাতার শরীরে আহারে ইন্দ্রিয়ে অন্তঃকরণে যে মন্ত্র নিহিত আছে, যে তত্ত্ব নিগূঢ় রহিয়াছে, দশমাস দশদিন পর্য্যন্ত সন্তানের প্রকৃতি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সেই তত্ত্বে শিক্ষিত হইয়াই লোক-রাজ্যে অভিব্যক্ত হইবে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে শুক্র শোনিতের ভাগেও মাতার অংশ শোণিতের মাত্রাই অতিরিক্ত—এবং এই কারণে জীবের শরীরে পিতা অপেক্ষা মাতার অংশও অতিরিক্ত, তাহাতেই ত প্রথমতঃ পিতা অপেক্ষা মাতার গুরুত্ব, তার পর দশমাস দশ দিন গর্ভ

ধারণ, এ সময়েও জীবের অদৃষ্টলিপি মাতার দেহরূপ ভিত্তিতেই নিখাত অক্ষরে অঙ্কিত, তিনি যেমনটি ভাবিবেন বুঝিবেন করিবেন, তাঁহার শরীরে যেরূপ রসরক্তের সঞ্চার হইবে, সন্তানের শরীরটিও সেইরূপ গঠিত এবং বর্দ্ধিত হইবে। আবার ইহার পর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত স্তন্যপান। সাম্প্রদায়িক অংশ ধরিতে গেলে সন্তানের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে অস্থি মজ্জায় প্রাণে প্রাণে দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণে পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অনু পরমানুতে মাতার গুরুত্ব। আর পিতার গুরুত্বের কারণ এক মাত্র গর্ভাধান ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অতঃপর দশ সংস্কার শিক্ষা বা লালন পালন ইত্যাদি ব্যাপার জন্য গুরুত্ব প্রাকৃতিক নহে. কারণ, পিতার অভাবেও তাহা অন্য অভিভাবকের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে এ জন্য বীর্য্যাধানের পর পিতার মৃত্যু হইলেও সন্তানের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু গর্ভাধানের পর মাতার মৃত্যু হইলে পিতা কেন ত্রিজগৎ একত্র হইলেও কাহারও সাধ্য নাই যে, সে গর্ভধারণ করে। তাই এই গুরু গম্ভীর গৌরবভারে অবনত-মস্তক হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-বিধায়ক শাস্ত্র সকলও বলিয়াছেন " পিতা অপেক্ষা মাতা সহস্রগুণ গরীয়সী—পরমারাধ্যা "-সংসার-ধর্ম্ম-প্রধান শাস্ত্র সকল যে স্থলে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন, সাধন-ধর্ম্ম-প্রধান তন্ত্র-শাস্ত্রের তত্ত্বদৃষ্টিতে সে স্থলে যে, এই মায়্ আর সেই মায়্ কোন ভেদ নাই, ইহা বলাই পুনরুক্তি। এখন নির্লিপ্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি রাধাতত্ত্বে এই লৌকিক মাতৃতত্ত্ব কিরূপে সুসঙ্গত হইয়াছে, এবং তন্ত্রশাস্ত্র সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা আমরা শক্তিলীলা পরিচ্ছেদে যথাসাধ্য প্রকটিত করিব, অতি প্রসঙ্গ ভয়ে এ স্থলে ক্ষান্ত হইতে হইল। যাহা হউক সাধকবর্গ যে সংস্কারের গুণে তাঁহাকে মা বলিয়া জানেন, আপাততঃ সেই সংস্কারের গুণেই বুঝিয়া রাখিবেন প্রথমে রাধা নাম উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে হইবে এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই তত্ত্ব-সাধনায় সেবাপরাধী হইতে হইবে।

নিতান্ত দৈব দোষে দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইয়া অথবা বামাচারের অভিমানে অন্ধ হইয়া কিম্বা মূর্খতা নিবন্ধন অথবা পাপকর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ যাহারা রাধিকার নিন্দা করে, তাহারা জানে না যে, রাধিকা হরিরই স্বরূপ, রাধাদ্বেষীই হরিদ্বেষী, পরলোকে শত ব্রহ্মার পরমায়ুঃ কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকমধ্যে উত্তপ্ত তৈলকটাহে তাহাদের অবস্থান, ইহ লোকেও বংশহানি এবং সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাবৎ পর্য্যন্ত সেই শক্তি-দ্বেষী দুরাত্মার দেহপাত না হয়, তাবৎপর্য্যন্ত অধর্ম্ম হেতু স্বধর্ম্ম হইতে পতিত এবং শক্তিদ্বেষ বশতঃ উত্থান শক্তির অভাবে ধরাতলে পতিত হইয়া তাহাকে চির রোগ এবং পদে পদে বিঘ্ন ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মক্ষেত্র পুষ্কর তীর্থে ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকটে রাধাতত্ত্ব এই রূপ কথিত হয়, পরে ব্রহ্মার নিকটে আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি। স্বয়ং পূত পাবন সাধুগণ এইরূপে সেই ত্রৈলোক্য-পাবনী রাধিকার চরণাম্বুজ সেবায় নিত্য নিরত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি সহকারে সেই উপাস্যদেবীর চরণারবিন্দে নিয়ত অর্ঘ্য প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন লীলা বিলাস কালেও বৃন্দাবনের বনকুঞ্জে প্রেম-মধুর মূর্ত্তি ভগবান্ ভক্তিভরে নিজ ধীরকরাঙ্গুলি-সঞ্চালনে প্রেমময়ী ব্রহ্মময়ীর পাদ পঙ্কজনখর প্রান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল অলক্ত রসরাগে সুরঞ্জিত করিয়াছেন।

আবার রাধাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—রাধিকার সহস্র নাম মহামন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ঋষি, মহামহিষমর্দ্দিনী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ মহাবিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ। যিনি যে মন্ত্রে আদি বা সর্ব্বপ্রধান সিদ্ধ, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি।

যাঁহারা অদ্বৈততত্ত্বে অভিন্ন জ্ঞানে যুগলরূপের উপাসক, তাঁহাদিগকে বলিবার কিছু নাই। ভেদ জ্ঞানেও সাধকগণ এক্ষণে দেখিয়া লউন, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ দাসী। আবার নারদ পঞ্চরাত্রের পঞ্চমরাত্রে পঞ্চমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।

অস্যা নাম সহস্রস্য ঋষি র্নারদ এবচ।

দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গপ্রসাধিনী।

যাঁহার প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক ধামের অধীশ্বর হইয়াছেন এবং পরম প্রভু পদ লাভ করিয়াছেন, সেই মহেশ্বরী রাধিকার সহস্র নাম মহামন্ত্রের ঋষি নারদ, [মন্ত্রভেদে] পরাৎপরা রাধিকা দেবতা, চতুর্ব্বর্গ সাধনে বিনিয়োগ।

যে দাসীর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, দাসীর তন্ত্রে শিক্ষিত হইয়া, দাসীর যন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া ভগবান্ ভগবান্ হইয়াছেন, যে দাসীকে উপাসনা করিবার জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বপ্রভু দাসের দাস সাজিয়াছেন, যাঁহার চরণ চিন্তায় চরাচর চরিতার্থ, সেই চতুরানন চূড়ামণি চিন্তামণির চূড়া যাঁহার চারুচরণচুম্বনাশয়ে ভূতলে ধূল্যবলুণ্ঠিত ; ভেদজ্ঞানিন্! তাঁহাকে যদি শ্রীকৃষ্ণের দাসী বল, তবে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরী বলিবে কাহাকে? দোহাই ধর্ম্মের, রাগ করিও না, এ সকল আমার কথা নহে, তোমার কথারই প্রত্যুত্তর, তাই এত মানামানের বিচার। আমার কৃষ্ণের দাসীও কেহ নাই, ঈশ্বরীও কেহ নাই, কিন্তু তোমার কৃষ্ণের যখন দাসীর প্রয়োজন আছে—তখন ঈশ্বরী না থাকিবেন কেন? দ্বৈতজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে পদক্ষেপ করিলেই ঈশ্বর হইলেও তোমার কল্যাণে তাঁহাকে প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বও ভোগ করিতে হইবে তাহা অনিবার্য্য। অথবা তোমার ভাষায় যদি "যাঁহাকে সেবা করা যায়, তাঁহার নাম দাসী, আর যিনি সেবা করেন তাঁহার নাম প্রভু হয়। তাহা হইলে এ দাসত্বে প্রভুত্বে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যাহা হউক ভেদজ্ঞানিন্! এ সময় কলিযুগের উনবিংশ শতাব্দী—আজ্ কাল্ মা মাসীকে দাসী বলিবারই ব্যবস্থা, তাই বড় সুযোগে বাঁচিয়া গেলে!!!

যাহা হউক এক্ষণে দেখিতে হইতেছে ভগবান্ বা ভগবতী পরস্পরের দাস বা দাসী হউন বা না হউন, তাহাতে তোমার আমার

ক্ষতি বৃদ্ধি কি, হইলেও উপাসকের তাহা বিচার করিবার অধিকার বা প্রয়োজন কিছু নাই। ভগবানের দাসী এই অনুরোধে যদি রাধিকার পূজা করিতে হয়, এবং সে পূজায় যদি রাধিকার সন্তোষের প্রার্থনা থাকে তবে যথার্থ ই রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দাসী কি না বিচারে এ বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক—এখন সে বিচার করিবে কে ? যদি বল, আমরাই বিচার করিব, সাক্ষ্য দিবেন, স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ, তাহা হইলেও মীমাংসা সুকঠিন। কারণ, ব্রজবিহার সময়ে প্রেমলীলার অভিনয়ে রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব ধন, শ্রীকৃষ্ণ আবার রাধিকাকে তেমনই বলিয়াছেন—তোমাকে " তুমি " বলিতেই আমি অসমর্থ, " সর্ব্বস্ব ধন " বলিব সেত পরের কথা। ভগবানের এই অতিরিক্ত অংশ টুকু ত্যাগ করিয়া দুই জনকে সমান সমান ধরিয়া লইলেও ত কেহ কাহারও দাস বা দাসী হয়েন না। এখন, এ সাক্ষীর বাক্যে নির্ভর করিয়া বিচার হইবে কিরূপে। তাই বাক্য ছাড়িয়া যদি কার্য্য দেখিয়া বিচার করিতে চাও, তবে সে বিচারে আর তুমি আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিব কি ? মানভঞ্জনে ভগবান্ নিজেই রাধিকার চরণান্তে চূড়ান্ত বিচার করিয়াছেন, তাই দেখিয়াই মান থাকিতে মানে ২ ক্ষান্ত হওয়া উচিত। আর যদি বল, প্রেম সাগরের লীলাতরঙ্গে সেই ক্ষণিক সেবার লহরী লইয়া, যখন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, " তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব ধন " কেবল সেই সময়ের সেই কথার সেই ভাব টুকু লইয়াই আমরা রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট দিয়া পূজা করিব—তাহা হইলেত আবার সেই কথা, তুমি যেমন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট দিয়া রাধিকার পূজা করিতে পার,—আবার আমিও তেমনই মান ভঞ্জনের সময় টুকু লইয়া রাধিকার উচ্ছিষ্ট পাইবার জন্য লালায়িত শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদাইয়া তাড়াইয়া দিতে পারি, তোমারও ভাবের সেবা, আমারও ভাবের সেবা, তোমারও যেমন কথায় মাধুর্য্য, কাযে চাতুর্য্য, আমারও

তথৈবচ—এ অবস্থায় নিষ্পত্তি দূরে থাকুক, সম্মিলনই অসম্ভব। এই দুঃখেই কবিগণ বলিয়াছেন—দুই জন সরল হইলে তাহাদের পরস্পর-বিজড়িত প্রেম চিরকালই সরল এবং সুস্থির থাকে, একজন সরল, এক জন কুটিল হইলে তাহাদের প্রেম কিছু দিন অর্থাৎ যত দিন ঐ কুটিলের কুটিলতা প্রকাশ না পায়, তত দিনই স্থির থাকে, আর দুই জনেই যে স্থানে কুটিল, সে স্থানে প্রেম চিরস্থায়ী হইবে, সে ত দূরের কথা, আদৌ—" কুটিলয়ো র্ঘটনৈব ন জায়তে " দুই কুটিলে প্রেমের সঙ্ঘটনই হয় না। ভেদবাদিন্! তোমার আমার এই কুটিলতার জন্য প্রেমের সঞ্চার সম্ভাবনাই নাই, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ যাঁহাদের তত্ত্ব লইয়া এ প্রেমের বিচার, তাঁহারা দুই জনেই ত অতি কুটিল, ত্রিভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গিনী অথচ একাঙ্গ ও একাঙ্গিনী, তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

" চন্দ্র মিটে দিনকর মিটে মিটে ত্রিগুণ বিস্তার।
দৃঢ়বৎ শ্রীহরি বংশকো মিটেনা নিত্য বিহার "

চন্দ্র মিটিবে, সূর্য্য মিটিবে, ত্রিগুণ-বিস্তার এ প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড মিটিয়া গিয়া মহা প্রলয় ঘটিবে, তথাপি হরিবংশ সম্প্রদায়ের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে নিত্য বৃন্দাবন ধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা বিহার মিটিবে না। তাই বলি সাধক! জগৎপিতা জগজ্জননীর ঐ ত্রিভঙ্গসঙ্গ সুন্দর কলেবরে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ত্রি-ভঙ্গ-রঙ্গ দেখিয়া সকল ভেদ ভুলিয়া যাও—একবার বাবাকে মা বলিয়া মাকে বাবা বলিয়া বাবা মা এক করিয়া সংসারে লইয়া চল, সেই চন্দ্র সূর্য্য সমুজ্জ্বল প্রফুল্ল সহস্র দল কমল কোষে জ্যোতির্ম্ময় মণিমন্দিরে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিন্ন বিহার সময়ে দিগম্বর দিগম্বরীর কৈবল্য লীলাস্থলে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া বল—কি জানি, কে তোমরা? বাবা হও মা হও, যে হও সে হও, বলিয়া দাও আমি কাহার? ভাই সাধক! মায়ের উপাসক হও বা বাবার উপাসক হও, বাবা মা যখন এক হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিবার, অপ্রস্তুত করিবার এমন

সুযোগ আর হইবে না। বাবা ও মা যখন "বাবা" কিম্বা 'মা' বলিয়া আপন পরিচয় দিতে লজ্জায় অধোবদন হইবেন, সাধক! জানিও,—এ বিচারে সেই দিন তুমিই জয়ী। সন্তানের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাদের সেই লজ্জাবনত মৌন বদন মণ্ডলে অপ্রতিভ মৃদু্যমধুর হাস্যচ্ছটা যে একবার দেখিয়াছে, কে মা, কে বাবা, কে ছোট, কে বড়, এ সংশয় তাহারই জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছে। তন্ত্রতত্ত্বের স্বজনবর্গ! জননীর অঞ্চল নিধি সাধক বর্গ! তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও কোন দিন এমন দিন ঘটিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এই দিনে অথবা সেই দিনে দয়া করিয়া দীন দয়াময়ীর এই দীন হীন সন্তানের কথা অন্ততঃ অন্তরে একবার স্মরণ করিও। কি করিব ভাই! সাধনার সাধ্যতত্ত্ব কথায় বুঝাইবার উপায় নাই। যাঁহার তত্ত্ব লইয়া বিচার, এক বার সেই তত্ত্বময়ীকে ডাকিয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া বল মা গো! তুমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যা রাধা হও, অথবা আরাধিকা রাধিকা হও, তোমার লীলা তুমি জান, লীলাময়ি মা! একবার এই নিভৃত হৃদয়-নিকুঞ্জবনে স্বস্বরূপে দেখা দেও মা! সঙ্গিনীকুল সঙ্গে করিয়া শ্যামাঙ্গে একাঙ্গ হইয়া আমার মন কদম্বতরু মূলে মা একবার ত্রিভঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও! মদন মোহন মনোমোহিনি! একবার ঐ ভুবন মোহন রূপের ছটায় হৃদয়বন আলো করিয়া দাও। আমি তোমার আলোকে তোমায় দেখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া লই। শ্যামরঙ্গিনী! একবার শ্যামাঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও, গৌরি গো! আমাদের গৌরাঙ্গে শ্যামাঙ্গে সকল ভেদ ঘুচিয়া যাক্। মা! তুমি আপন মান আপনি ভাঙ্গ, আপনি গড়, আপন পায়ে আপনি পড়, রাইরূপে মান বৃদ্ধি ক'রে, শ্যামরূপে মান ভঙ্গ ক'র, তুমি লীলাময়ী ব্রহ্মময়ী, তাই তোমার এ মান শোভা পায়। আর মা! আমরা যে ঘোর মদান্ধ ভ্রান্ত জীব, আমরা মান গড়িতে জানি, কিন্তু ভাঙ্গিতে জানি না, তাই মায়াময় জীব হইয়া ব্রহ্মময়ীর মানভঞ্জন বুঝিতে পারি না। মাগো! যে তোমার মান ভঞ্জন বুঝিয়াছে, তাহার

জন্মের মত মান অপমান দুইয়েরই ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। ভব ভয় ভঞ্জিনি! ভক্তহৃদিরঞ্জিনি নিত্য নিরঞ্জনি মা গো! তুমি শক্তিরূপিণী, শক্তি মুক্তি-বিধায়িনী, দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি তুমি দাও, আমরা ঐ ভক্তবাঞ্ছিত চরণাম্বুজে মান অপমানের অঞ্জলি দিয়া অবসর লই। ভেদবাদিন্! শক্তি শক্তিমানের ভেদ কল্পনা করিয়া আর অধঃপাতের পথ প্রশস্ত করিও না। শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট রাধিকাকে দিলে তিনি তাহাতে অপমানিত হইবেন না; কারণ, রাধিকার দৃষ্টিতে কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহারই লীলাবিলাস মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুতে তোমার এই অবমাননা বুদ্ধি ঘটিলে নরকেও নিস্তার নাই; যাঁহার গৌরবে গৌরবিত হইয়া রাধিকার প্রতি তোমার এ অবমাননা বুদ্ধি, তিনি কিন্তু সেই ভক্ত-বৎসলার ভক্তিভরে অধীর হইয়া বলিতেছেন—

নির্ব্বাণতন্ত্রে—

আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ।
মদ্গতিং চৈব তেষাং হি দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ॥
গুরুণা ভাব মার্গেণ মন্ত্রমার্গেণ চৈবহি।
যে জনা মাং ভজন্ত্যেবং তে নরা মৎসমাঃ সদা॥
যা নারী মামভেদেন ভজতে পুরুষং তথা।
ত্বৎসমানাচ সা নারী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভক্ত্যা বা প্যথবাহভক্ত্যা যজন্তি যুগলং যদি।
তব ভক্ত্যা প্রদাস্যামি মদ্গতিং শৃণু রাধিকে॥

রাধানামের পরে কৃষ্ণ নামের যোজনা করিয়া যাহারা জপ করে, আমি তাহাদিগকে নিজগতি প্রদান করি তাহাতে সংশয় নাই। গুরু কর্ত্তৃক ভাবমার্গে এবং মন্ত্রমার্গে উপদিষ্ট হইয়া যাহারা আমাকে এই রূপে অর্থাৎ স্বরূপতঃ রাধাকৃষ্ণের অভিন্ন ভাবে অথচ উপাসনায় প্রেমময়ীর প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া, প্রথমে রাধা, পরে কৃষ্ণ উভয় নামের যোজনায় মহামন্ত্র জপ করে, তাহারা সর্ব্বদা আমার সম প্রভাব। যে

নারী আমার সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে পুরুষকে উপাসনা করে, সেও তোমার সমান প্রভাব লাভ করে, তাহা ত নিঃসংশয়। [আর অধিক কি] ভক্তিতেই হউক আর অভক্তিতেই হউক, যাহারা, তোমার সহিত আমার অভিন্ন বুদ্ধিতে যুগলরূপের ভজনা করে, শুন রাধিকে! তোমার ভক্তি প্রভাবে আমি তাহাদিগকে আমার গতি প্রদান করি। অর্থাৎ পূর্ণ ভক্তি থাক্ আর নাই থাক, যুগলরূপের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে ঘোর পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়েও অজস্র প্রেম নির্ঝর ঢালিয়া দিয়া রাধাকৃষ্ণ প্রেমরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বতরু মুকুলিত কুসুমিত এবং ফলিত করিয়া দেয়।

ভেদজ্ঞানী বৈষ্ণব! এখন জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইয়া বিষ্ণুর দোহাই দিয়া, কোন্ সাহসে তুমি বিষ্ণুর উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিতে চাও? বিষ্ণুর দাসের দাস তস্য দাস হইয়া বিষ্ণুর আরাধ্য দেবতার অবমাননা করিতে চাও, কিসে তোমার এত অহঙ্কার? আপন ইষ্ট দেবতার উপরে আর কাহারও শ্রেষ্ঠতা তুমি স্বীকার করিতে চাহ না, ভাল, তাই বলিয়া এক বস্তুকে দুই ভাগ করিয়া, একটিতে প্রভুত্ব অন্যটিতে দাসত্বের আরোপ কর কেন? রাধাকে তোমার কৃষ্ণেরই স্বরূপ না বলিয়া দাসী বল কেন? আর যদি লীলাতত্ত্বে ডুবিয়াই বল, তাহা হইলেও রাধাকে যেমন কৃষ্ণের দাসী বল, কৃষ্ণকে তেমনি রাধার দাস বল না কেন? অথবা ভাবিয়াছ যে, রাধাকে দাসী না বলিলে কৃষ্ণের প্রভুত্ব থাকিবে না? এই কি তোমার বিষ্ণুতে ব্রহ্মবুদ্ধি? রাধা দাসী হউন আর নাই হউন, প্রভু যিনি, তিনি চির কালই প্রভু, মূর্খ তুমি, ভ্রান্ত তুমি, পাষণ্ড চণ্ডাল তুমি, ব্রাহ্মণের বংশে অন্ত্যজের অধম তুমি, তাই রাধিকার দাসীত্ব লইয়া কৃষ্ণের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে যাও, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট দিয়া কৃষ্ণের ইষ্টদেবতার পূজা করিতে যাও। বৈষ্ণব এই জ্বলন্ত মহাপাপেই উচ্ছন্ন হইলে, এই অধর্ম্মেই নির্ব্বংশ হইলে, এই মহাপাতকেই অধঃপাতে গেলে। কিন্তু

এখনও বুঝিলে না যে, কৃষ্ণকে ভজিয়াও তোমার এ দুর্গতি ঘটে কেন ? ত্রৈলোক্যরক্ষক প্রভু থাকিতেও তোমার রক্ষা নাই কেন ? যাঁহার উপাসনা কর, তাঁহারই দক্ষিণাঙ্গে পূজা করিয়া বামাঙ্গে অস্ত্রাঘাত। আহা! এমন পূজায় ভগবান্ তোমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন, কি সুদর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন তাহা কি এখনও বুঝিতে বাকি আছে? দীনবন্ধো! দয়াময়! তুমিই ত্রৈলোক্য-রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই চিরকাল বসুন্ধরার ভারহর্ত্তা, প্রভো! এ পাপ পাষণ্ড মণ্ডলী হইতে সাধকসমাজকে রক্ষা কর। অথবা প্রভো! ইহা তোমারই স্বেচ্ছাকৃত কৃপণতা, যে তত্ত্বে ডুবিয়া তুমি আপনি আত্মহারা, সে রাধাতত্ত্ব সাধারণে বিতরণ করিবে না বলিয়াই চক্রিচূড়ামণি! জীবের বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছ। তাই বলি ভেদ জ্ঞানি বৈষ্ণব! যদি ভেদ জ্ঞানেই বুঝিয়াছ, তবে ইহাও বুঝিয়া লও যে, স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার উপাসক, তুমি তাঁহার উপাসনা করিবে, ইহা শত কোটি জন্মান্তরেও সম্ভবে কি না সন্দেহ স্থল।

পরমার্থ পথে এই সকল কণ্টক নিক্ষেপ করিয়া যাঁহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই কাহারও কাহারও মুখে ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়া শক্তি অবস্থিত, সুতরাং আশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া আশ্রিতের উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? শক্তি শক্তিমানের এই আশ্রিত এবং আশ্রয় ভাব কিরূপ, তাহার অনেক প্রমাণই সাধকবর্গ এ পর্য্যন্ত পাইলেন। এক্ষণে আর আমরা ইহার নূতন উত্তর কি করিব ? তবে শক্তিতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া আশ্রিত এবং আশ্রয় ভাব লইয়া যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ত দেখিতে পাই, হংসকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত, গরুড়কে আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু অবস্থিত, বৃষকে আশ্রয় করিয়া মহাদেব অবস্থিত, সিংহকে আশ্রয় করিয়া দেবী অবস্থিতা ; এখন তাই বলিয়া কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহেশ্বরীকে উপেক্ষা করিয়া হংস গরুড়

রূপ আর লিংইকেই আশ্রয় এবং প্রধান বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে? আরোহী আর বাহনে যে সম্বন্ধ, শক্তি আর শক্তিমানেও সেই সম্বন্ধ, ইহা কেবল উপযুক্ত প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর মাত্র, ফলতঃ শক্তি এবং শক্তিমান্ বলিয়া দুইটি পদার্থ নাই এবং থাকিবার প্রমাণও নাই প্রয়োজনও নাই। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সমস্তই শক্তি, দেহ ইন্দ্রিয় মন আত্মা সমস্তই শক্তিবিভূতি। তবে আত্মরূপিণী চিৎশক্তি সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় শক্তিতত্ত্বের প্রগাঢ় ঘনরূপ, আর দেহ ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি সেই ঘনীভূত মহাশক্তির ইতস্ততঃ প্রসারিত অরুণকিরণের ন্যায় তরল্ অংশ মাত্র। স্বরূপতঃ সূর্য্য তেজঃ-পদার্থ হইলেও লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত যেমন " সূর্য্য তেজস্বী এবং সূর্য্যের তেজঃ " বলিয়া ব্যবহার হয়, তদ্রূপ আত্ম পদার্থ স্বয়ং শক্তিস্বরূপ হইলেও জীবের বোধ সৌকর্য্যার্থ শাস্ত্র "আত্মা শক্তিমান্ এবং আত্মার শক্তি" বলিয়া বুঝাইয়াছেন এই মাত্র বিশেষ। পরমার্থতঃ শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। তোমার আমার ভাষায় বা বুদ্ধিতে তুমি আমি যাহাকে শক্তিমান্ বলিয়া বুঝ, সেই পুরুষ মূর্তিও প্রকৃতিরই রূপান্তর বা বিকৃতি মাত্র। অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। যিনি সকল পুরুষের অধিষ্ঠাতা বা অন্তর্যামী সেই জগদেকপুরুষোত্তম পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন—

নির্ব্বাণতন্ত্রে—

জায়তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো যথা পৃথ্ব্যাং বিলীয়তে।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
জলদে তড়িদুৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে।
তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ প্রজায়তে॥
তথা প্রলয় কালে তু পুন স্তস্যাং প্রলীয়তে।
শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্প্যতে॥
একাংশেন ভবেদ্ব্রহ্মা একাংশেন জনার্দ্দনঃ।

একাংশেন ভবেচ্ছম্ভুঃ কালিকায়াঃ সুলোচনে ॥
অপারা সা মহাকালী নদ্যাদীনাং সমুদ্রবৎ।
গোষ্পদেচ যথা তোয়ং ব্রহ্মাদ্যা দেবতা স্তথা ॥
গোষ্পদং কিং বিজানীয়াৎ সমুদ্রস্য জলং শিবে।
তেন ব্রহ্মা ন জানাতি বিষ্ণুঃ কিং বেত্তি শঙ্করঃ ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা যথা কাল্যা জন্যস্তেচ সুরাদয়ঃ।
তথা প্রলয়কালেতু পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে ॥
অতো নির্ব্বাণদা কালী পুমান্ স্বর্গপ্রদায়কঃ।
দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ ॥
কালী নাম্না পলায়েত ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥
নির্গুণঃ পুরুষঃ কাল্যা সৃজ্যতে লুপ্যতে যতঃ।
অতঃ সা দক্ষিণা কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥

শাক্তমত চন্দ্রিকায়াং—

শক্তির্ব্রহ্মা শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্বিষ্ণুশ্চ বাসবঃ।
অন্যে চ বহবো দেবাঃ শক্তিমূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
শক্তিং বিনা যতো হ্যেষা মসামর্থ্যং প্রকীর্ত্তিতং।
অতস্তেভ্যঃ প্রধানং হি শক্তিং বিদ্ধি মহামতে ! ॥

ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে—

ধ্যায়ন্তি তাং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামল সুন্দরং।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরং ॥
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরং।
নানা রূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাং ॥
সা দেবী প্রকৃতি ব্র্হ্মতেজোমণ্ডল বাসিনী।
কেবলং প্রকৃতিস্ত্বৈকা দৃশ্যতে ভক্তি যোগতঃ ॥
ভিদ্যতে সা কতিবিধা সূর্য্যো দর্পণসন্নিধৌ।

আকাশো ভিদ্যতে যাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথাচ সা ॥
একৈবহি মহাবিদ্যা নামমাত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।

কূর্ম্মপুরাণে কূর্ম্মোক্তো—

সর্ব্ববেদান্ত বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥
যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদং ।
অনন্ত মক্ষয়ং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ॥
যোগিনস্তৎ পুপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।
পরাৎ পরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং ॥
অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যা স্তৎপরমং পদং ।
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দ্বৈতবর্জ্জিতং ॥
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদং ॥

তত্রৈব শ্রীমদ্দেবী বচনং—

যত্তু মে নিষ্কলং রূপং চিন্ময়ং কেবলং পরং ।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনন্তমমৃতং পদং ॥
জ্ঞানেনৈকেন তল্লভ্যমক্লেশেন পরং পদং ।
জ্ঞানমেব প্রপশ্যন্তো মামেব প্রবিশন্তি তে ॥

দেব্যাগমে—

চিতিরূপা মহামায়া পরং ব্রহ্ম স্বরূপিণী ।
সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা ॥

যোগিনীতন্ত্রে—

যোসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা ॥

যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তি রুদাহৃতা ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী সচসর্ব্বো মহেশ্বরঃ ॥

যদ্রোম কূহরে কোটি ব্রহ্মাণ্ডাদি বিলীয়তে।
সা হি নানাবিধা ভূত্বা সাধকাভীষ্টদা ভবেৎ ॥

নবরত্নেশ্বরে—

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীং ॥
নেয়ং যোষিন্নচ পুমান্ ন ষণ্ডোন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রী শব্দেন চ যুজ্যতে ॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী ॥

নির্ব্বাণতন্ত্রে—

বৃক্ষ যেমন পৃথিবী হইতে জাত হইয়া আবার পৃথিবীতেই বিলীন হয়, বুদ্বুদ যেমন জল হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার জলেই বিলীন হয়, তড়িৎ যেমন জলদ হইতে উৎপন্না হইয়া আবার জলদেই বিলীন হয়, সৃষ্টিকালে তদ্রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণও সেই অনাদি সনাতনী কালিকার কলেবর হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রলয় কালে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই বিলীন হয়েন। দেবি! এই জন্য জীব যাবৎকাল সেই মহাকাল-বিলাসিনীর পরমতত্ত্ব জ্ঞাত না হয়, তাবৎ কাল তাহার মুক্তি বাসনা কেবল উপহাসের কারণ হয়। আদ্যা শক্তি কালিকার একাংশ হইতে ব্রহ্মা, একাংশ হইতে জনার্দ্দন, একাংশ হইতে শম্ভু উৎপন্ন হইয়াছেন। সুলোচনে! নদ নদী সরোবর ইত্যাদি কেহই যেমন অপারসমুদ্রের পারান্তরে যাইতে সমর্থ নহে অর্থাৎ তাহাদিগের স্রোত যতই কেন প্রবল না হউক, সমুদ্রের বিশাল গর্ভে পড়িয়া সকলেই যেমন আত্ম অস্তিত্ব হারায়, তদ্রূপ সেই অপার অনন্ত মহাকালী তত্ত্বে প্রবেশ করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অন্তর্হিত হয়। কালীতত্ত্ব মহা সমুদ্রের নিকটে ব্রহ্মাদি দেবতার অস্তিত্ব

কেবল গোষ্পদাঙ্কিত সীমাবদ্ধ জল বই আর কিছুই নহে। সমুদ্রের অগাধ গাম্ভীর্য্য অবধারণ করা গোষ্পদের সম্বন্ধে যেমন অসম্ভব, কালীতত্ত্বের আভজ্ঞানও ব্রহ্মাদি দেবতার পক্ষে তদ্রূপ অসম্ভব। কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই ত্রিকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; কিন্তু এই ত্রিকাল যাঁহার ত্রিনয়নের তিনটি নিমেষ মাত্র, সেই মহাকাল যাঁহার লীলাকটাক্ষে ক্ষণে উৎপন্ন, ক্ষণে বিলীন, সেই কালীর তত্ত্ব কাহার বুদ্ধির আয়ত্ত হইবে। কি ব্রহ্মা কি বিষ্ণু কি মহেশ্বর কেহই তাঁহার সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারাও সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, আবার প্রলয় কালে তাঁহাতেই লীন হয়েন। এই জন্য তাঁহার পুরুষ মূর্ত্তি স্ব' দিলোক প্রাপ্তির হেতু মাত্র ; নির্ব্বাণ মুক্তি-দায়িনী এক মাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। পাপীর দণ্ডবিধান-কর্ত্তা যমের অধিষ্ঠান ভূমি দক্ষিণ দিক্, সেই দক্ষিণ দিক্ যাত্রাকালে কালভয় কম্পিত হইয়া মহাপাপীও যদি একবার কালীনাম কীর্ত্তন করে, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডবিদারী ব্রহ্মনামের প্রচণ্ড প্রতাপে ভীত হইয়া দণ্ডধর নিজ অধিকার দক্ষিণ দিক্ পরিহার করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করেন, তাই ত্রিলোকের লোক (দক্ষিণ ভয় হারিণী "দক্ষিণা কালী" বলিয়া তঁহার নাম গান করে। অথবা গুণাতীত পুরুষ মহাকালকেও সৃষ্ট এবং লুপ্ত করিতে তিনি দক্ষিণা, কুশলা ; এই জন্যই তাঁহার নাম দক্ষিণা কালী। কেননা বিকৃতিরই আবির্ভাব ও তিরোভাব, প্রকৃতি নিত্য নিশ্চলা ; তাই ভগবান্ আবার বলিয়াছেন।

প্রকৃতি র্বিকৃতিমাপন্না সর্ব্বং পশ্যতি পার্ব্বতি ! ।
বিকৃতিঃ প্রকৃতিমাপন্না ততঃ কিঞ্চিন্ন পশ্যতি ॥

প্রকৃতি যখন বিকৃতিরূপ লাভ করেন, তখনই তিনি স্বরচিত সকল জগৎ দর্শন করেন, আবার সেই বিকৃতি যখন প্রকৃতি রূপ লাভ করেন, তখন তিনি কৈবল্য স্বরূপে অবস্থান হেতু আর কিছুই দর্শন

করেন না, অর্থাৎ প্রকৃতি গর্ত্তে বিকৃতিরূপ দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইলে তখন সেই অদ্বৈত রূপিণী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীই একাকিনী অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহার দৃশ্য তিনি বই তখন আর কিছু থাকে না। স্থানান্তরে পরিস্ফুট রূপেই বলিয়াছেন "প্রকৃতে র্বিকৃতিঃ পুমান্" পুরুষরূপ কেবল সেই প্রকৃতিরই বিকৃতিমাত্র।

শাক্তমত-চন্দ্রিকা।

ব্রহ্মাণ্ড শক্তি, শিবও শক্তি, বিষ্ণুও শক্তি, বাসবও শক্তি, অন্যান্য বহু দেব যত আছেন, সকলেরই মূল শক্তি, শক্তিব্যতিরেকে আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষায় কেহই সমর্থ নহেন, অতএব হে মহামতে! শক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া অবগত হও।

ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে—

বৈষ্ণবগণ কেহ কেহ সেই মহাশক্তিকেই দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ-রূপে কেহ কেহ বা চতুর্ভুজ প্রশান্ত লক্ষ্মীকান্ত রূপে ধ্যান করেন। শৈবগণ কেহ কেহ যাঁহাকে পঞ্চবক্ত্র দিগম্বর ত্রিশূলধর রূপে, কেহ কেহ বা অন্যান্য চতুর্ব্বক্ত্র একবক্ত্র প্রভৃতি ধ্যানানুসারে নানারূপে দর্শন করেন, সেই মহাদেবী প্রকৃতিই ব্রহ্মতেজোমণ্ডলের অভ্যন্তর-বাসিনী। যোগীন্দ্রগণ একান্ত ভক্তিযোগে পরিণামে সেই এক মাত্র প্রকৃতিকেই দর্শন করেন। দর্পণ সন্নিধানে এক মাত্র সূর্য্য মণ্ডল যেমন সহস্র সহস্র রূপে প্রতিভাত হয়েন, তদ্রূপ নিজমায়া সন্নিধানে একমাত্র প্রকৃতিই অনন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ঘটাকাশ, গৃহাকাশ জলা-কাশ মহাকাশ ইত্যাদি রূপে বহু উপাধির ভেদ হইলেও আকাশ যেমন স্বরূপতঃ বিভিন্ন নহে, তদ্রূপ রূপের অনন্ত ভেদ হইলেও, অনন্তরূপিণীর স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, সেই এক মাত্র মহাবিদ্যাই বিশ্বময়ী, নাম মাত্র পৃথক্ পৃথক্।

কূর্ম্মপুরাণে—

সমস্ত বেদ বেদান্তে ব্রহ্মবাদিগণের ইহাই নিশ্চিত তত্ত্ব যে, এক সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম কূটস্থ অচল এবং ধ্রুবরূপে যোগিগণ যাহা দর্শন করেন, তাহাই মহাদেবীর পরম পদ। অনন্ত অক্ষয় কেবল নিষ্কল পরব্রহ্মরূপে যোগিগণ যাহা দর্শন করেন, তাহাই মহাদেবীর পরম পদ। যে পরাৎপর শাশ্বত শিব অচ্যুত অনন্ত তত্ত্ব প্রকৃতিগর্ব্ভে বিলীন, তাহাই দেবীর পরম পদ। শুভ্র নিরঞ্জন শুদ্ধ নির্গুণ দ্বৈতবর্জ্জিত, যাহা কেবল আত্মোপলব্ধিরই বিষয় তাহাই দেবীর পরম পদ।

দেবীবাক্য—

যাহা আমার চিন্ময় কেবল নিষ্কল পরমরূপ, [illegible]হা সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অনন্ত অমৃত পদ, অক্লেশে কেবল জ্ঞান [illegible]ই তাহা লভ্য, যাহারা জ্ঞানরূপে আত্মদর্শন করে, তাহারা আমাতে[illegible]বিষ্ট হয়।

সেই চৈতন্যরূপিণী পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া সেবকগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই নানারূপ ধারণ করিয়াছেন।

যিনি বিশ্বেশ্বর দেবরূপে বিশ্বব্যাপী হইয়া অবস্থিত, তিনিই বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বেশ্বরী দেবী।

যে কোন পদার্থের যাহা কিছু শক্তি, তাহাই দেবী বিশ্বেশ্বরী এবং তাহাই শম্ভু মহেশ্বর।

যাঁহার প্রতি রোম কুহরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত বিলীন হইতেছে, (কি জানি কেমন অনুগ্রহ) তিনিই আবার নানাবিধ লীলামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের অভীষ্ট দান করিতেছেন।

নবরত্নেশ্বরে—

সেই সচ্চিদানন্দ রূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপে, পুরুষরূপে কিম্বা নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করিবে। স্বরূপতঃ তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন, জড়ও নহেন অর্থাৎ কোন রূপেই বদ্ধ নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীত্ব বাচক নামেই ব্যবহৃত, তিনিও তদ্রূপ স্ত্রী [শক্তি] শব্দেই কীর্ত্তিত, অর্থাৎ কল্পলতার নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। তাহাতে লতা বা বৃক্ষের শক্তি অতিক্রম করিয়া দৈব শক্তিই প্রকাশ পায়। তথাপি কল্পলতা যেমন লতারূপিণী, তদ্রূপ নিখিল মূর্ত্তি স্বরূপা এবং নিখিল মূর্ত্তির অতীতা হইলেও তিনি স্ত্রীরূপধারিণী। কল্পলতা বৃক্ষের ফল প্রসব করিলেও লতা যেমন তাহার স্বরূপ মূর্ত্তি, তদ্রূপ দেব দানব প্রভৃতি সমস্ত পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহারই রূপ হইলেও শক্তিরূপই তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি। কি দ্বৈত-লীলায় কি অদ্বৈত লীলায়, কি ব্রহ্ম রূপে, কি জীব রূপে, স্ত্রীশক্তি, পুরুষ শাক্ত, শক্তি উপাস্যা, পুরুষ উপাসক ইহাই সাধনার শেষ সোপান, এবং প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তাঁহার স্বরূপ হইলেও এই উপাস্য উপাসক ভেদের কারণ কেবল স্বভাবতঃ স্ত্রীরূপে তাঁহার সমধিক শক্তি প্রকাশ, এই প্রকাশের আধিক্য জন্যই স্ত্রীর "শক্তি" নাম। এতাবতা শিব কৃষ্ণ রাম সূর্য্য বিষ্ণু গণেশ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে শক্তির অল্প প্রকাশ ইহা কেহ মনে করিবেন না, কেননা ঐ সকল মূর্ত্তি আপাততঃ পুরুষ রূপে প্রতিভাত হইলেও পুরুষ রূপে বদ্ধ নহেন। কেবল চিন্ময়ীর চিদ্বিলাস-লীলা মাত্র। সাধক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির উপাসক হইয়াও তাঁহাকে কালীরূপে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্ত-বাসনা পূর্ণকারী ভগবান্ সেই রূপেই তাঁহাকে দর্শন দিতে বাধ্য! তাই আয়ানের ভয় অভিনয় করিয়া স্বয়ং রাধিকা ভগবানের সেই পূর্ণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীরূপে সেই পূর্ণশক্তির প্রভাব লক্ষ্য করিয়াই মুণ্ডমালা-তন্ত্রে শ্রীদুর্গাগীতায় মহেশ্বরী স্বয়ং বলিয়াছেন—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্-স্বরূপিণী ॥
কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে ॥
গায়ত্রী বেদজননী সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাং।
যোগমধ্যে পূষাহঞ্চ পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা ॥

পত্রে মালূরপত্রঞ্চ পীঠে যোনিস্বরূপিণী।
হরিহরাত্মিকা বিদ্যা ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবার্চ্চিতা ॥
বিশেষানুগ্রহেনৈব বিজ্ঞেয়া শঙ্কর প্রভো।
যত্র কুত্র স্থলে নাথ! শক্তি স্তিষ্ঠতি শঙ্কর! ॥
তত্রৈবাহং মহাদেব নিশ্চিতং মতমুত্তমং।
শক্তিমার্গং পরিত্যজ্য যোঽন্যমার্গং হি ধাবতি ॥
করস্থং স মণিং ত্যক্ত্বা ভূতিভারং প্রধাবতি।

আমিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী, এবং বাগ্বাদিনী সরস্বতী। আমিই কৈলাসে পার্ব্বতী, মিথিলায় জানকী, দ্বারকায় রুক্মিণী, হস্তিনাপুরে দ্রৌপদী। আমিই দ্বিজাতিগণের বন্দনীয়া সন্ধ্যারূপিণী এবং বেদজননী গায়ত্রী, যোগমধ্যে আমিই পূষা, পুষ্প মধ্যে আমিই কৃষ্ণবর্ণা অপরাজিতা, পত্রমধ্যে আমিই বিল্বপত্র, পীঠ মধ্যে আমিই যোনিস্বরূপিণী, আমিই হরিহরাত্মিকা মহাবিদ্যা। আবার আমিই ব্রহ্মবিষ্ণু শিবার্চ্চিতা, প্রভো! শঙ্কর! আমার বিশেষ অনুগ্রহ-সঞ্চার হইলেই জীব আমাকে এইরূপে জানিতে পারে। [অধিক কি বলিব নাথ!] যে স্থানে শক্তি (স্ত্রী) অধিষ্ঠিতা, সেই স্থানেই আমি অধিষ্ঠিতা, মহাদেব! নিশ্চয় জানিও ইহাই আমার সকল মত অপেক্ষা উত্তম। এই শক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া যে আমার অন্বেষণের জন্য অন্য পথে যাত্রা করে, করস্থিত মণিত্যাগ করিয়া সে মূর্খ ভস্মরাশির অভিমুখে ধাবিত হয়।

শাস্ত্রের আজ্ঞা ত এই, ইহার পর যদি কেহ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাও—তাহা হইলেও যে শক্তির দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ পরিচালিত হয় সেই আত্মশক্তির পর আর কোন শক্তি বা শক্তিমান্ স্বীকার করা নিরর্থক। সমস্তই যদি শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইল তবে আর শক্তিমান্ একজন থাকিয়া কি করিবেন? কি জন্য তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব? যদি বল, এ শক্তি আছেন কাহাকে আশ্রয় করিয়া? তবে তুমিই বলিয়া দাও, শক্তিমান্ আছেন কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যিনি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় ব্রহ্মশক্তি, তাঁহার আবার যদি আশ্রয়ের অপেক্ষা থাকে, তবে ত এ ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবারই কথা। আধার শক্তির আধার কে? অগ্নি জ্বলেন কাহার তেজে? বায়ু চলেন কাহার বেগে? এ সকল প্রশ্ন উন্মত্তের মুখেই শোভা পায়। যাহা হউক, শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ আত্ম-বিভূতি বিস্তারে সমর্থ হয়েন বলিয়াই শাস্ত্র তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডলীলাও এই তত্ত্বেই অনুপ্রাণিত। তাই দ্বৈত প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি সংহারেও শক্তির পুরুষ রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী। গায়ত্রী মন্ত্রেও মহাশক্তির সেই উভয় স্বরূপই উপাস্য। প্রথমতঃ প্রাণায়ামে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষ, চরমে গায়ত্রী ধ্যানে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী, প্রকৃতি। গায়ত্রী সূত্র মাত্র, সন্ধ্যোপাসনা তাহারই বৃত্তি বা ভাষ্য। গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ পাঁচ প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা বিশ্বব্যাপী, জগৎ স্রষ্টা আরাধ্য, লীলাময়, জীব বুদ্ধির প্রেরণকারী। এই পাঁচটির মধ্যে "বিশ্বব্যাপী" এই বিশেষণটিরই বিশেষ্য নির্গুণ স্বরূপ, সেই টিই প্রথমে, ॥ ১ ॥ তার পরেই দ্বৈত জগতের অবতারণা। ত্রিগুণবিস্তার ব্যতিরেকে নির্গুণ অবস্থায় জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না ॥ ২ ॥ আরাধক না থাকিলে আরাধ্য হইবেন কাহার? ॥ ৩ ॥ ইচ্ছা না থাকিলে লীলা অসম্ভব, ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের কর্তৃত্বে একান্ত লিপ্ত না

হইলে জীবের বুদ্ধি প্রেরণ করিবার প্রয়োজন কি ? ॥ ৫ ॥ এখন গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য দেবতা নির্গুণ কি সগুণ ব্রহ্ম, বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্র দেখিয়াই তাহা বুঝিয়া লইবেন। গায়ত্রী-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্গুণও নহেন, সগুণও নহেন, অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ উভয়ই। সাধক সগুণ সাধনায় সিদ্ধ হইলে আপনিই তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে গিয়া আত্মহারা হইবেন, তাহার জন্য তিন যুগ পূর্ব্বেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধকার দেখিবার প্রয়োজন নাই। সগুণ ব্রহ্ম বলিতে তুমি আমি যেমন মনে করি, ছোট ব্রহ্ম, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম তেমন ছোট বা বড় নহেন। জলচরকে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে যেমন জলের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে, জীবকেও তদ্রূপ ব্রহ্ম-যাত্রা করিতে হইলে দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন সগুণ মূর্ত্তি অবলম্বনেই নির্গুণ স্বরূপ মহানির্ব্বাণে পৌঁছিতে হইবে। নির্গুণ বলিতে ব্রহ্মে গুণ নাই ইহা বুঝিবার কথা নহে। গুণময় হইয়াও তিনি গুণে নির্লিপ্ত ইহাই বুঝিতে হইবে। সমুদ্র জলশূন্য নহেন, কিন্তু জলময় হইয়াও যেমন জলের অধিপতি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তদ্রূপ সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময় হইয়াও গুণের অধিপতি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রতি গুণে গুণময়ীর অনন্তগুণের অনন্তগুণ পরিচয়। সুতরাং তাঁহাকে নির্গুণ বলা আর নিজগুণের পরিচয় দেওয়া একই কথা। দেব দানব মানব মূর্ত্তিতে শক্তির প্রকাশ কেবল সেই ত্রিগুণধারিণীর গুণবিস্তার বই আর কিছুই নহে। রতি মতি স্থিতি শান্তি দান্তি ক্ষান্তি ভ্রান্তি ভুক্তি মুক্তি ভক্তি ইত্যাদি সমস্তই শক্তি বই আর কিছুই নহে। শ্রবণ মনন গমন দর্শন প্রভৃতি চেতন লক্ষণ ব্যাপার সকল যাঁহার সত্তায় অবস্থিত, তাঁহাকে যিনি জড় বলিতে পারেন, ধন্যবাদ তাঁহার জিহ্বাকে। জিহ্বা আমার আছে কি না, এ কথা যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার জিহ্বা আছে কি না তাহা তিনি না বুঝিলেও অন্যের বুঝিবার কথা, কিন্তু তাঁহারও এ টুকু বোঝা উচিত যে, যদি জিহ্বা নাই থাকে, তবে "জিহ্বা আমার আছে কি না"

এ কথা আমি বলি কাহার সাহায্যে ? তদ্রূপ জড়বাদীরও এ কূটু বোঝা উচিত যে, শক্তি যদি চৈতন্য রূপিণীই না হইবেন, তবে পার্থিব জীব সচেতন হয় কাহার প্রভাবে ? শক্তি চেতন কি জড় এ কথা আমি বলিই বা কাহার প্রসাদে ? প্রতি শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি জীবের প্রতি পরমাণুতে যাঁহার চৈতন্যচন্দ্রিকাচ্ছটা প্রকট প্রভাবে অভিব্যক্ত, জানিনা জন্ম জন্মান্তরের কি কঠোর পাপের কঠিন দণ্ডই তাহার মস্তকে বিন্যস্ত হইয়াছে যাহার আঘাতে মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখে এই প্রলাপ নির্গত হয় যে, " শক্তি জড় "। শাস্ত্র বলিয়াছেন— " শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে " যে শক্তিতত্ত্বের অভিজ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, জীব ! তুমি কি মনে কর ! বহুজন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সাধন সম্পত্তি ব্যতিরেকে কেবল বিতণ্ডাবাগীশ হইয়াই তাহা লাভ করিবে ? যাহা সেই ব্রহ্মাদির আরাধ্য ধন, সদানন্দের হৃদয় ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত গুপ্ত নিধি, তাহার অধিকার তুমি পাইবে ? হরি হরি হরি ! তুমি আমি কেবল বুদ্ধি বলে তাঁহাকে পাইতে চাই, কিন্তু ইহা বুঝি না যে, বুদ্ধিরও বুদ্ধি তিনি, তিনি বুঝিয়া শুঝিয়া তোমায় আমায় যাহা বুঝিবার অধিকার দিয়াছেন, তাহার অধিক আর বুঝিবার সাধ্য নাই। অন্যে পরে কা কথা ! সাধক ! স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই এই লীলার অভিনয় করিয়াছেন। মায়াবাদ-প্রবর্ত্তয়িতা বেদান্ত-দর্শনের প্রচারকর্ত্তা দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন দিগ্ দিগন্ত জয় করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হয়েন, তাঁহার সেই প্রখরতর বিচারশরে জর্জ্জরিত হইয়া অন্যান্য দার্শনিক মণ্ডলী যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, কি জানি জগদম্বার কেমন লীলা, সেই সময়েই তিনি শৈব সম্প্রদায়ের উল্লাস তরঙ্গ সম্বর্দ্ধিত করিয়া শাক্ত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নির্ঘাত বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছিলেন। শিব ভিন্ন " শক্তির অস্তিত্বই নাই " ইহাই প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তান্ত্রিকগণ তাঁহার এই ঘোর অত্যাচারে, বিচারে পরাস্ত

হইলেও অন্তরে পরাস্ত হয়েন নাই, কিন্তু উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে এই নাস্তিকবাদ ঘোষণা দেখিয়া নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সাধকের সে মর্ম্মবেদনা বুঝিতে অন্তর্যামিনী ভিন্ন আর কে আছে? কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কারণ "শিবের কাশী" এই পর্য্যন্তই তাঁহার ধারণা, কাশীর আবার অধীশ্বরী কেহ আছেন ইহা তাঁহার তখনও অবিদিত। তাই ভক্তের হৃদয়-বেদনা দূর করিবার জন্য, ভক্তাবতার শঙ্করাচার্য্যের ভ্রান্তিপট উত্তোলিত করিবার জন্য শান্তিরূপিণীর সিংহাসন টলিল। এক দিন মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত অশ্রান্ত বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য ক্লান্তকলেবরে মণিকর্ণিকার ঘাটে শয়ন করিয়া বিশ্রাম এবং শক্তি বাদ খণ্ডনের বিজয়ানন্দ অনুভব করিতেছেন, এই সময়ে দেখিলেন একটি ক্ষুদ্র কুম্ভ কক্ষে করিয়া একটি সৌম্য মূর্ত্তি বালিকা ধীরে ধীরে সেই ঘাটের দিকেই আসিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণ দিকে শীর্ষ স্থাপন এবং উত্তর দিকে চরণ বিন্যাস করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাহাতে গমন পথটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়াছে। বালিকা তাঁহার নিকটে আসিয়া অতি বিনীত বচনে বলিলেন, ভগবন্! চরণ উত্তোলন করুন্ আমি কলসটি জলপূর্ণ করিয়া লইয়া যাই। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, যাও মা! আমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই যাও, তাহাতে দোষ নাই। বালিকা বলিলেন, সে কি? আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিব কি করিয়া? জ্ঞান-গর্ব্বিত শঙ্করাচার্য্য হাঁসিয়া বলিলেন, মা! তুমি একে অজ্ঞান স্ত্রী জাতি, তায় আবার বালিকা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র স্ত্রী পুরুষ এ সকল ভেদ কেবল অজ্ঞান-বিজৃম্ভন, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরমার্থতঃ সমস্তই ব্রহ্মময়, তুমি স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও তাহাতে পাপ হইবে না। বালিকা তখন অতি কাতর হইয়া বলিলেন, প্রভো আপনিই ত বলিতেছেন, আমি অজ্ঞান স্ত্রী জাতি, ওরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার ত আমার নাই। আমি কিছুতেই ব্রাহ্মণকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার

চরণ উত্তোলন করুন, আমি চলিয়া যাই। শঙ্করাচার্য্য তখন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, মা! তোমাকে বারংবার বলিতেছি তথাপি শুনিতেছ না? আমার শরীর বড়ই পরিশ্রান্ত, আবার কি জানি, অকস্মাৎ কি হইল, আর যেন, পা উঠাইবারও শক্তি নাই। বলিকা একটু ভীত হইয়াই বলিলেন, প্রভো! অপরাধ ক্ষমা করুন্, আপনার শক্তি নাই ইহা জানিলে আমি চরণ উত্তোলন করিতে বলিতাম না। আপনার তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবার অনুপযুক্ত পাত্রী আমি, তাই ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘন-ভয়ে বড়ই ভীত হইয়া বারংবার আপনাকে বিরক্ত করিয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানের কথা না বলিয়া "শক্তি নাই" এই কথাটি প্রথমে খুলিয়া বলিলে আমি নিজেই আপনার চরণ উত্তোলন করিয়া জলে নামিতাম, যাহা হউক এক্ষণে অনুমতি হয় ত আমিই চরণ উত্তোলন করিয়া দেই। শঙ্করাচার্য্য বালিকার বাক্যে বিশেষ লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়াই বলিলেন, যাহা তোমার ইচ্ছা, করিতে পার; বালিকা তখন স্বহস্তে তাঁহার পদদ্বয় উত্তোলিত এবং পথ হইতে অপসারিত করিয়া জলে অবতীর্ণা হইলেন, এবং কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল হইতে সোপান-পরম্পরায় উত্তীর্ণা হইলেন। শঙ্করাচার্য্য তখন নিতান্তই অবসন্ন দেহে কাতরকণ্ঠে বালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা! অনেক ক্ষণ হইতে পিপাসায় কাতর হইয়া আছি, আমায় একটু জল দিয়া যাও! বালিকা তখন হাসিয়া বলিলেন, কেন? আপনি ত জলের তীরেই রহিয়াছেন, তবে পিপাসায় এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? শঙ্করাচার্য্য আবার বলিলেন, আর কতবার বলিব? আমার উঠিবার শক্তি নাই। বালিকা তখন নয়ন দ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া গম্ভীর রবে গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন "শঙ্কর! তুমি না, শক্তি মান না!" সেই মর্ম্মভেদী গম্ভীর-ধ্বনির প্রতিধ্বনিতে আহত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বিদ্যুচ্চকিত সুপ্ত শিশুর ন্যায় একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার সভয়ে যেমন উন্মীলিত করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন, বালিকার আরক্ত লোচনপ্রান্তে শত শত

চন্দ্র সূর্য্যের দুর্দ্দর্শ জ্যোতিস্তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে, অমনি "মা!" বলিয়া উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া দুটি চরণ জড়াইয়া ধরিবার জন্য যেমন দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ লীলাময়ীর লীলা-ভঙ্গ হইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বালিকা রূপ মহাজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইলেন, সেই জ্যোতিঃ হারাইয়া শঙ্করাচার্য্য যে অন্ধকারে ডুবিলেন, তাহা ব্যথার ব্যথী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞানের গর্ব্বপর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মময়ী পর্ব্বত রাজ-নন্দিনীর একটি কটাক্ষ ক্ষেপে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। তখন অধঃপতিত অন্ধের ন্যায় মাতৃহারা শিশুর ন্যায় "মা আমার! কোথায় গেলে?" বলিয়া প্রমুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্ন-পূর্ণার মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ্ মায়ের সন্তান মায়ের হইয়া মা বলিয়া মায়ের মন্দিরে আসিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য না হইলেও শক্তি-নাস্তিক শঙ্করাচার্য্যের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া শাক্ত গণ মায়ের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের "জয় জগদম্বা" রবে মন্দির প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্য সেই শাক্ত ভক্ত-কদম্ব সম্বেষ্টিত হইয়া কাশীশ্বরের অধীশ্বরী ত্রৈলোক্য রাজরাজেশ্বরীর মন্দির দ্বারে আসিয়া ঘোরাপরাধভয়-কম্পিত কলেবরে আদ্যা শক্তি জগজ্জননীর সেই সুরাসুর মুকুটতট-বিঘৃষ্ট চরণ পীঠে মস্তক স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্চ্যাদিভিরপি।
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

মাতঃ! শিব যদি শক্তি-যুক্ত হয়েন, তবেই তিনি নিজ প্রভুত্ব-রক্ষা করিতে সক্ষম। অন্যথা, [শক্তি-বিরহিত হইলে] প্রভুত্ব দূরে থাক্ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে নিজনয়নস্পন্দনেও অসমর্থ, [পক্ষান্তরে, তন্ত্রমতে

শক্তি শব্দে ইকার, শিব যত ক্ষণ শক্তিযুক্ত ইকার বিশিষ্ট] ততক্ষণই শিব, শক্তি বিরহিত [ইকারহীন] হইলেই শিব আর তখন শিব নাই, নিষ্পন্দ শব। অতএব তুমি জগদারাধ্য হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতিরও আরাধ্যা আদ্যাশক্তি। মা! তোমার যে ত্রৈলোক্যদুর্লভ চরণাম্বুজে ব্রহ্মাদির মস্তক লুণ্ঠিত হয়, সেই চরণে মস্তক প্রণত করিতে বা স্তব করিতে অকৃতপুণ্য আমি কিরূপে সমর্থ হইব ? অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে শক্তিতে আংশি... মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছে, তোমার সেই স্বস্বরূপ শক্তিতত্ত্ব তুমি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া না দিলে কাহার সাধ্য তাহা অবগত হইতে পারে ? জন্মজন্মান্তরের সাধন জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকিলে সে তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয় না, তাই অবাঙ্মনসগোচরা তারার তত্ত্ব জীবের আয়ত্ত নহে, তাই জীব তোমার ক্রোড়ে থাকিয়াও মা ! তোমায় চিনিতে পারে না। মা! আমার আজ্ সেই দশা। কৃত অপরাধভয়ে তোমার স্তব করিতে প্রণাম করিতে কিছুতেই আর সাহস হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই রূপ এক শত শ্লোকে জগদম্বার রূপ গুণ মহিমার স্তব করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

প্রদীপজ্বালাভি র্দিবসকর নীরাজনবিধিঃ
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা ॥
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং।
ত্বদীয়াভির্বাগ্ভি স্তব জননি! বাচাং স্তুতিরিয়ং ॥

অন্তর্যামিনি! জগদম্বে! প্রদীপের তেজে সূর্য্যদেবের নীরাজনবিধি (আরাত্রিক ক্রিয়া) চন্দ্রকান্ত মণির জলকণা দ্বারা চন্দ্রের জন্য অর্ঘ্য-রচনা, সমুদ্রের জল দ্বারা সমুদ্রের তৃপ্তি সাধন-বাসনা ইহাও যাহা, তোমার প্রসাদে উচ্চারিত বাক্যাবলী দ্বারা তোমার স্তব করাও তাহাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই রূপে কৃতার্থ হইয়া নিজ শিষ্যানু-শিষ্য সূত্র পরম্পরাতেও যাহাতে আর কেহ কখন শক্তি সাধনসম্পদ্

হইতে বঞ্চিত না হন, বৈদিক মতে সন্ন্যাসী হইলেও যাহাতে তান্ত্রিক দীক্ষাচ্যুত না হয়েন, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তাই শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় দণ্ডিমণ্ডলী মধ্যে যত স্থানে তাঁহাদের মঠ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সর্ব্বত্রই শ্রীযন্ত্র স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ত বর্ত্তমান সময়েও নিত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তবে কোথাও বা ব্যক্ত, কোথাও বা গুপ্ত। রহস্যবিৎ সাধক-মণ্ডলী অবশ্যই তাহার তত্ত্ব অবগত আছেন। যাহা হউক, পরমার্থ তত্ত্ব শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত ঘটনারূপ ... মায়াভ্রান্তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। একতঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শক্তিরূপ শিবের অবতার। মূলরূপে যিনি মহাশক্তির চরণতলে বক্ষঃস্থল বিন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মরূপিণীর ব্রহ্মরূপে আত্ম সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছেন, অবতাররূপে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ ভ্রান্তি বড়ই বিস্ময়কর। তাই আমাদের বোধ হয় মহামায়ার মায়ামুগ্ধ মায়াবাদী বৈদান্তিক দলের চির-অজ্ঞানময় জ্ঞানদর্প চূর্ণ করিবার জন্যই তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতনীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আবার তাঁহারই প্রসাদ বলে তন্ত্রশাস্ত্রের চিরবিজয়-বৈজয়ন্তী স্বহস্তে ধারণ করিয়া জগদম্বার মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্যথা, তাঁহার যে স্বকৃত স্তবের আদ্যন্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল, এই স্তবেই তিনি শক্তি তত্ত্বের, শক্তি সাধনার, এবং তন্ত্র শাস্ত্র সমূহের যেরূপ গুরুগম্ভীর অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কখনও শক্তি মানিতেন না, জানিতেন না, বা উপাসনা করিতেন না ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

নবদ্বীপাবতীর্ণ গৌড় সাগর-পূর্ণ চন্দ্র গৌর চন্দ্রও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। শঙ্কর সম্প্রদায়ের শিষ্যানুশিষ্য স্বামী কেশব ভারতী তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু, সুতরাং গৌর চন্দ্র কোন্ মতে দীক্ষিত এবং উপাসক ছিলেন, সুবুদ্ধি সাধকবর্গ সহজেই তাহা বুঝিতে পারেন, তথাপি আমরা যথা স্থানে তাহার যথাসাধ্য উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

সাধক। উল্লিখিত লীলানায়ক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উপরে আর কাহাকে দার্শনিক বলিয়া স্বীকার করিব? কোন্ জড়বাদী জড়ের কথায় শ্রদ্ধা করিব? "শক্তি নাই" বলিতে গিয়া সেই সর্ব্ব শক্তিমানের অবতার শঙ্করাচার্য্যের যখন পা উঠাইবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, তখন "শক্তি নাই" বলিয়া মাথা উঠাইবার তুমি আমি কে? যিনি মনে করেন, দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক বিচারের বলে শক্তি-তত্ত্ব বুঝিয়া লইব, তাঁহার ভ্রান্তি বড়ই গভীর। তিনি যদি কেবল যুক্তি তর্ক বিচারেরই ধন হইবেন, তবে আর সাধন ভজন কাহার জন্য? শঙ্করাচার্য্য দর্শনের বলে তাঁহাকে বুঝেন নাই, দর্শনের ফলেই বুঝিয়াছেন। তিনি আজ্ কাল্কার পণ্ডিতের মত অন্ধ দার্শনিক ছিলেন না, নিত্য নিরঞ্জনীর জ্যোতীরঞ্জনে তাঁহার দিব্যনেত্র অঞ্জিত এবং রঞ্জিত হইয়াছিল। জগদম্বা তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া সেই দর্শনেই তিনি দার্শনিক হইয়াছিলেন। আর দুর্ভাগ্য কলির জীব! বলিব কি, তুমি আমি তাঁহার দর্শনেরই দোহাই দিয়া অন্ধ হইতেছি কেবল অদৃষ্টের গুণে। যিনি আছেন বলিয়া ভগবানের "সর্ব্ব শক্তিমান্" নাম, সেই শক্তি "নাই" ইহা যিনি বলিতে পারেন, তিনি কি নাস্তিকের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নহেন? যে শক্তির মহিমা প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শক্তির নাম প্রথমে দিয়া পরে শক্তিমানের নাম গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ, উমামহেশ্বর গৌরীশঙ্কর সীতারাম এই রূপে নাম গ্রহণ না করিলে ব্রহ্ম হত্যা জন্য পাপের নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্ যাঁহার মহিমার প্রচারক, জীব! তুমি তাঁহার আস্তিত্ব নাস্তিত্বের বিচার করিতে যাও, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? যাঁহার অপার সত্তা সাগরে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড কটাহ এক একটি জল বুদ্বুদ বলিয়াও গণ্য নহে, সেই বুদ্বুদে বাস করিয়া সেই সাগরে ডুবিয়াও যে তুমি আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না, জন্মান্ধ সন্তান জননীর কোলে বসিয়া তাঁহার স্তনা পানে

পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহারই কোমল করপল্লবে লালিত হইয়াও যে তাঁহাকেই দেখিতে পায় না, সে কি মায়ের দোষ ? না, সন্তানের দুরদৃষ্ট ? মায়ের গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ কে না করে ? কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না । ত্রিনয়নার দয়ায় যাঁহার জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, সুপ্রসন্ন গুরুদেব যাঁহার সেই নয়নে প্রেমাঞ্জন পরাইয়া দিয়াছেন, ত্রিনয়নের নয়নময়ী রূপমাধুরী কেবল তাঁহারই নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবার কথা । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন " তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্র বিষয়ঃ " তোমার যে সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দর্শন মাত্র গোচর, জীবের তাহা দর্শন করিতে অধিকার কি ? তাই বলি, ভাই সাধক ! মাকে দর্শন করিবার অধিকার পাই নাই বলিয়া মায়ের অধিকার ভুলিও না । আর শক্তি শক্তিমানের ভেদদর্শী মাতৃদ্বেষী অসুর সম্প্রদায় ! তোমাকেও বলি হয় স্ত্রী, নয় পুরুষ, যে কোন রূপে তাঁহার উপাসনা করিলেই জীবের মুক্তি দ্বার অবারিত। বাবার উপাসক যে হয়, তাহার মুক্তির জন্য মায়ের উপাসনার কোন অপেক্ষা নাই । কিন্তু মাকে বিদ্বেষ করিয়া বাবার উপাসক যে হয়, নিশ্চয় জানিও তাহাকে মুক্তি দিতে বাবার বাবারও সাধ্য নাই । শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতি অনেকেই এই রূপে বাবার উপাসক ছিলেন । কিন্তু কি জানি, করুণাময়ীর কেমন অপার করুণা, দ্বেষলেশও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তাই অমরবন্দিনী মুক্তকেশী সমরবেশেও তাহাদিগকে ভব বন্ধন মুক্ত করিলেন । কিন্তু বাবা তাঁর চরণতলে শবরূপে হৃদয় ঢালিয়া দৈত্যদলকে দেখাইয়া দিলেন যে মুক্তিময়ী মুক্তামালা মুক্তকেশীর চরণতলেই চির সজ্জিত, সে মালা পরিতে হইলেই ঐ চরণতলে হৃদয় ঢালিয়া আপন অস্তিত্ব হারাইতে হইবে । এই তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই সূক্ষ্মদর্শী ভক্তভাবুক বলিয়াছেন—

" বাবা বাবা সব্ কোই কহে মাই না কহে কোই ।

বাবাকো দরবার্ মে মাই যো কহে সো হোই ॥ ”
“ বাবা বাবা ” সবাই বলে কেউ না বলে “ মা ”
(কিন্তু) বাবার সভায় শেষ বিচার সেই, মায়ের আজ্ঞা যা ।

তাই বলি ভেদ জ্ঞানিন্ ! মানব জন্ম বড়ই দুর্লভ, এখনও সময় থাকিতে প্রাণের কবাট খুলিয়া একবার কাঁদিয়া বল—

“ কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ”

পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রী উপাসনার গন্তব্য নির্গুণ ব্রহ্ম এবং উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম হইলেও ত্রৈকালীন সন্ধ্যা বন্দনেই সে উপাসনা পর্য্যাপ্ত এবং উপযুক্ত। দ্বৈত ব্রহ্মাণ্ডের উপেক্ষা করিয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে গাঢ় মগ্ন হইতে পারিয়াছেন, দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণের দ্বৈতভান যাঁহার নাই, সন্ধ্যাবন্দন তাঁহারই এক মাত্র চরম উপাসনা হইতে পারে। সন্ধ্যার আচমনে দ্বৈতজ্ঞানের অধিকার ভুক্ত আত্ম-সমর্পণের আংশিক ছায়া থাকিলেও তাহাতে কেবল পাপের পরিহার মাত্রই আছে। এ জন্য সে অংশকে আত্ম-সমর্পণ না বলিয়া আত্মশুদ্ধি মাত্র বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, সেই অংশ মাত্র লইয়াই ভক্তের প্রেমময় হৃদয় সুখী হইতে পারে না। আমার বলিতে আমার যাহা কিছু আছে, সে সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে বিক্রয় করিয়া প্রেমের বিনিময়ে ক্রীত দাস হইতে যাঁহার একান্ত সাধ, তাঁহার সাধনা সন্ধ্যাবন্দনে চরিতার্থ হইবার নহে। গায়ত্রী হইতে বুঝিলাম, সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে সেই মহাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্রী। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াই ত মনঃ প্রাণ শান্ত হয় না, কেন তাঁহার এ লীলা, কোন্ প্রক্রিয়া অবলম্বনে এই লীলা পরিচালিত, এবং এ লীলার পূর্ব্বে ও পরেই বা তাঁহার স্বরূপ কি, লীলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং লীলাময়ী হইয়াও কিরূপে তিনি এ লীলায় নির্লিপ্তা, লীলাপুত্তলী হইয়াও কি উপায়ে এ লীলা অতিক্রম করিয়া জীব

তাঁহার স্বস্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে, ইত্যাদি তত্ত্ব সকল জানিবার জন্য জীবের হৃদয় স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ গায়ত্রী হইতেই এ সকল তত্ত্ব না হয়, যেরূপে যত টুকু পারি বুঝিলাম। বুঝিলাম তিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপিণী, তাহাতে বা আমার কি হইল? আমি যে অশুদ্ধ জড় জীব। শুনিলাম সমুদ্র অনন্ত রত্নের আকর, তাহাতে আমার কি? সমুদ্রের রত্ন সমুদ্রেই আছে আমার দারিদ্র্য আমাতেই আছে। যত ক্ষণ সে রত্ন আমি আপন হাতে না পাইতেছি, তত ক্ষণ সমুদ্রের রত্ন শুনিয়া বা বুঝিয়া কিছুতেই আমার দুর্গতি ঘুচিবার নহে। যত ক্ষণ তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ হইতে না পারিতেছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। তাই এমন কোন উপায় চাই, যাহাতে তাঁহাকে পাইতে পারি। তত্ত্বজ্ঞানের তীব্রতেজে যে দিন আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যাইবে সেই দিনে আমি তাঁহাকে পাইব। এই সূক্ষ্ম পাওয়ায় আমার স্থূল বুদ্ধি মনঃ প্রাণ সুখী নহে। আমি দশেন্দ্রিয়সমাযুক্ত মনঃ প্রাণবিশিষ্ট জীব, ঐ গুলিই আমার আমিত্বের ভরসা ও সম্বল। যাহাতে ঐ গুলি না হারাইয়া তাঁহাকে পাই, তাহারই উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। আত্মার সুখ দুঃখ কোন কালেই নাই। মনের সুখ লইয়াই আমার সংসার, সেই মনকেই যদি সুখী করিতে না পারিব, মন মরিয়া গেলে যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তবে সে সাক্ষাৎ হওয়াও যা, না হওয়াও তাই। আবার মনও যদি মরিয়া যাইবে, তবে সাক্ষাৎ হইবে কাহার সঙ্গে? সেও এক বিষম রহস্য। তাই আমি তাঁহাকে চাই, যিনি আমার মনের মত। তিনি আমার মনের মত ইহা বড়ই আব্দারের কথা, কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব? আমার মনকে ত তাঁহার মত করিতে পারিব না, অগত্যা তাঁহাকেই আমার মনের মত হইতে হইয়াছে। কেননা তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী বা সর্ব্বশক্তিমান্। মনের এমন শক্তি নাই যে তাঁহার মত হইতে পারে, কারণ তিনি মনের অগোচর অর্থাৎ মন নিজ শক্তি প্রভাবে তাঁহাকে দেখিতে

বা তাঁহার মত হইতে পারে না, কিন্তু তিনি সর্ব্বান্তর্যামিণী বা সর্ব্বদর্শী, তিনি মনকে দেখিয়া মনের মত হইবেন ইহা কিছু অসম্ভবও নহে বিচিত্রও নহে। তবে তিনি দয়া করিয়া দেখা দিলে মন্ তাঁহার মত হইতে পারে, কেননা ইন্দ্রিয়ের দল লইয়া সংসার করিতে পারিলেই মন আমার সুখে থাকে। সুখ লইয়াই তাহার বিষয়। সুখ না পাইলে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতেও সে যেমন তৎপর, আবার সুখ পাইলে পরকে লইয়া সংসার করিতেও সে তেমনই তৎপর। তাই সুখ যদি পায়, অর্থাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ইন্দ্রিয় গুলি যদি নিজ নিজ বিষয় পায়, চক্ষু যদি তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়, কর্ণ যদি তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে পায়, ত্বক্ যদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পায়, এই রূপে তিনি যদি মনে প্রাণে দেহে ইন্দ্রিয়ে সকল বিষয়ে সুখী করিতে পারেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে মনে আনিয়া মনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে আনন্দ সাগরে ডুবাইতে পারেন, তাহা হইলে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মন না হয় তাঁহাকে লইয়াই ঘর সংসার করিল। সুখ যদি পায়, তবে আর তার আত্মীয় পর বিচার কি? অথবা আত্মীয়তা লইয়া সুখের বিচার ইহা স্থির নহে, সুখ লইয়াই আত্মীয়তার বিচার। সুখের সংস্রব আছে বলিয়াই সাত পুরুষে যাঁহার সহিত সম্বন্ধ নাই তিনিও অর্দ্ধাঙ্গিনী, সাংসারিকের সুখের দৃষ্টান্তই তাই। সাংসারিক মন যদি সংসার করিতেই ভাল বাসে, তবে এ সংসার না হয় তাঁহাকে লইয়াই করিল। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র সখা সুহৃৎ তিনিই হইলেন, ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ প্রেম যাহা কিছু করিবার আছে, তাহা না হয়, তাঁহাতেই করিলাম, এ সংসারে বালকটিকে বালিকাটিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া নাচাইয়া যেমন সুখী হইবার কথা আছে। তাঁহাকেও যদি তেমনি করিয়া খাওয়াইয়া পরাইয়া সাজাইয়া নাচাইয়া সুখী হইতে পারি, এই রূপে যদি তাঁহাকে লইয়া সংসারটি

বজায় থাকে তবে মনকে তাঁহার মত (তিনি যেমনটি ভাল বাসেন) হইতে কত ক্ষণ? কিন্তু এই রূপে আমার মনটিকে তাঁহার মত করিতে হইলে, তাঁহাকে আগে আমার মনের মত হইতে হইবে। কেবল সূর্য্য মণ্ডলে বা অগ্নি মণ্ডলে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমার হৃদয় মণ্ডলে আসিয়া বসিতে হইবে। সময়ে সময়ে এক এক রূপ, ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিরূপ চিন্তা করিতে পারিব না। আমার এই আরম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া চিরটি কাল এক রূপে হয় দাঁড়াইয়া না হয় বসিয়া যেরূপে হউক একরূপে স্থির থাকিতে হইবে, দিবা ভাগে ত্রিসন্ধ্যায় তিন বার পাইব, রাত্রিতে আর দেখা সাক্ষাৎ নাই এরূপটি হইলে চলিবে না। " রতি মুত্তহতাদচ্ছা গঙ্গেবৌঘ মুদম্বতী " সমুদ্রগামী গঙ্গাস্রোতের ন্যায় আমার দৃষ্টি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। অন্য যত যাহা কেন স্পর্শ না করে অভিমুখ গতি কেবল তাঁহাতেই থাকিবে। আমি যদি ইচ্ছা না করি, তবে দেশ কাল পাত্র কিছুর বিচার থাকিবে না। যখন যে অবাস্থায় যেমন কেননা থাকি, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে ঐ শ্রীপদে প্রাণটি জড়াইয়া পড়িয়া থাকিব। আমার এই সকল আবদারে স্বীকার করিয়া তুমি আগে আমার মনের মত হইয়া আইস, তবে তখন আমি তোমার মনের মত হইব, ভক্ত সাধকের এই সোহাগের আব্দার পূর্ণ করিবার জন্যই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী গায়ত্রী দীক্ষার পরেও আবার তান্ত্রিক দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার অধিকন্তু কৃপা এই যে যাঁহাদের গায়ত্রী দীক্ষায় অধিকার নাই, তাঁহাদিগকেও তান্ত্রিক দীক্ষার অধিকারী করিয়াছেন। স্ত্রী পুরুষ সাধারণ ইহাতে সমান অধিকারী, অধম অন্ত্যজ চণ্ডালের জন্যও এ মুক্তি দ্বার নিরন্তর অবারিত।

পারের ঘাটে নৌকায় উঠিতে যেমন জাতি বিচার নাই, গঙ্গার জলে স্নান করিতে যেমন পাপাত্মা পুণ্যাত্মার বিচার নাই, কাশীধামে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারে যেমন স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ

কাহারও কোন তারতম্য নাই। তদ্রূপ এই ভবসাগরের পারের নৌকায়, জ্ঞান গঙ্গার পবিত্র জলে, ব্রহ্মাণ্ডময় বারাণসী-তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইতে কাহারও বাধা নাই। অধিক কি, কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে অগ্নির যেমন আপত্তি নাই, তদ্রূপ কাহাকেও ব্রহ্মসাৎ করিতে তন্ত্রের আপত্তি নাই, তাই তান্ত্রিক দীক্ষা ত্রৈলোক্য-নিস্তারের অদ্বিতীয় অমোঘ উপায়।

গায়ত্রী তন্ত্রোক্ত তিনটি পুরুষ মূর্ত্তি এবং তিনটি শক্তি মূর্ত্তির মধ্যে যে কোন একটিকে এই রূপ ভাবে উপাসনা করি না কেন, এরূপ কোন আপত্তির আশঙ্কাও এ স্থলে হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি সূর্য্য এই পাঁচটিই গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত দেবতা, তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদের অভিশাপে ব্রহ্মার তান্ত্রিক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ব্রহ্মার স্থানে বিষ্ণুর অবতার গণেশ উপাস্য হইয়াছেন। ফলতঃ এই পঞ্চ উপাস্য দেবতা কেহই গায়ত্রী তন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা নহেন। সুতরাং গায়ত্রী তন্ত্রের উপাস্য দেবতাই যে তান্ত্রিক দীক্ষায় উপাস্য হইয়াছেন ইহা বলাই পুনরুক্তি। অধিকন্তু গায়ত্রী মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী, জগৎস্রষ্টা, আরাধ্য, লীলাময়, জীব বুদ্ধি প্রেরক এই যে পাঁচটি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে—এই পাঁচটিরই বিশেষ্য শক্তি পঞ্চ উপাস্য দেবতার প্রত্যেক মূর্ত্তিতে নিত্য অধিষ্ঠিত। পঞ্চ মূর্ত্তিই নিত্যপূর্ণ ব্রহ্মরূপ, সকল মূর্ত্তিরই ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি অনন্ত অসীম—সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্যে সকলেই সমান সমর্থ—কারণ একেই তাঁহার পঞ্চত্ব, পঞ্চেই তাঁহার একত্ব। দ্বিতীয়তঃ গায়ত্রীতন্ত্রের উপাস্য মূর্ত্তি ছয়টি, উপাসক আমি, আমার মন কিন্তু একটি। এক অন্তঃকরণে সমান প্রেমে ছয় মূর্ত্তির আরাধনা করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। তানপুরার সুরের মত যাহা নিরন্তর অন্তরে বাজিবে, সে প্রেম এক মূর্ত্তি হইতে অন্য মূর্ত্তিতে লইতে গেলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আবার শাস্ত্রও বলিতেছেন

“নানা-ভাবে মনো যস্য তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে” নানা ভাবে যাহার মন বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার একান্ত সাধনা সম্ভবে না, সুতরাং মুক্তি নাই। “প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং” প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত, আবার সায়ংকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, জগদম্বে ! তাহাই তোমার আরাধনা। “পরস্মৈ দেবতায়ৈ সর্ব্বকর্ম্মনিবেদকঃ” এই রূপে অহর্নিশ পরমদেবতার পদাম্বুজে আত্মসমর্পন করা, কি বিপদে কি সম্পদে কি জাগরণে কি স্বপনে, কি জীবনে কি মরণে, প্রাণে প্রাণে তাঁহার সহিত নিয়ত এই রূপে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রাখিয়া তদেকশরণাপন্ন হওয়া, “তোমার শ্রীচরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু আর জানে না।” এই টুকু সত্য সত্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া বলা, “আমি মার, মা আমার, এই অপার ভাব সাগরে ডুবিয়া যাওয়া, একের সঙ্গে এই একান্ত প্রেম ছয় মূর্ত্তিতে ঘটে না, জানি, তিনি ছয় মূর্ত্তিতেই এক— কিন্তু আমার মন ত অনাদি অনন্ত কাল পরম্পরায় কখনও এক বই দুই নহে, আমি কি উপায়ে সেই একটি মন ছয় জনের চরণে অর্পণ করিব? কেমন করিয়া ছয় জনকে প্রাণের সহিত সমান ভাল বাসিব? তাই প্রেমানন্দের কেন্দ্রভূমি-স্বরূপে কোন একটি মূর্ত্তিকে আমার প্রাণের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার মন্ত্র আমার সঞ্জীবন, যন্ত্র আমার রক্ষাকবচ, তন্ত্র আমার পূর্ণ পরমায়ুঃ, অন্য সকল মূর্ত্তিই তাঁহার হইলেও সে মূর্ত্তি আমার যাহা তাহা আর ত্রিভুবনে নাই। সে মূর্ত্তি দলিতাঞ্জননীলকান্তি, তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জগৌর, অথবা রজতাচল শুভ্র—সুন্দর যাহাই কেননা হউক, সেখানে গিয়া আমার, “তোমার উপমা কেবল মা তুমি” অথবা “মা তুমি আমার যাহা, তুমিই কেবল তাহা আমার”। জীবের এ চর্ম্ম চক্ষু লইয়া ত তাঁহার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের বিচার নহে, প্রেমের

চক্ষু কাহাকে সুন্দর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লইবে, তাহা সেই ত্রিভুবন-সুন্দরী প্রেমময়ী ভিন্ন কে বলিতে পারে—? এই স্থানে আসিয়াই প্রেমসাগর যাত্রাগুরু হনুমান্ দেব বলিয়াছেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।

তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমল লোচনঃ"

"পরমাত্ম তত্ত্ব বিচার করিলে যদিও শ্রীনাথ নারায়ণ রূপে এবং জানকীনাথ রামচন্দ্র রূপে কোন ভেদ নাই, তথাপি কমললোচন রামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্বধন" অর্থাৎ রাম নারায়ণ উভয়ই অভিন্ন মূর্ত্তি হইলেও রামচন্দ্র আমার প্রেমসাগর পূর্ণচন্দ্র, তাই নবদূর্ব্বা-দলশ্যামসুন্দর কমললোচন রামরূপ যেমন মনঃপ্রাণনয়ন-বিমোহন তেমন আর ত্রিভুবনে কিছুই নহে। সাধকের এই অতি-আদরের সুকোমল প্রেম পাশে ভগবান্ও নিত্যবদ্ধ। তাই পুরাণাদি প্রসঙ্গে শুনিতে পাই, ভক্তাবতার পবনকুমার যখনই বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন—ভক্তপ্রেমভয়বিহ্বল ভগবান্ তাহার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠের নিত্য মূর্ত্তি নারায়ণ রূপ পরিহার পূর্ব্বক রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া মহালক্ষ্মীকে জনক নন্দিনী সাজাইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন। এই প্রেমময় ব্রহ্মলীলা ভক্ত আর ভগবানের নিকটই পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন "যোযো যাং যাং তনুং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধা-ম্যহং"। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যে যে পুরুষ আমার যে যে মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সেই ভক্তের সেই সেই উপাস্য মূর্ত্তিতেই আমি অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি। সকল মূর্ত্তিরই অধিষ্ঠাতা এক মাত্র তিনি, সকল প্রেমেরই এক মাত্র আশ্রয়ভূমি তিনি, সাধক যে মূর্ত্তির উপাসক হউন না কেন, সকল মূর্ত্তিতেই প্রেমের পবিত্র প্রস্রবন ঢালিয়া দিয়া জীবের ত্রিতাপতপ্ত হৃদয় শীতল করিতে তিনিই এক মাত্র কল্পতরু। তাঁহাকে পাইয়া আর কাহারও আশ্রয়ের

অপেক্ষা থাকে না, তাই সাধক আনন্দে উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—

নান্যং বিলোকে নচ বান্যমীহে নান্যং স্মরন্নাপরমাশ্রয়ামি।
কদাপি নাহং পরমাত্মরূপাং শ্রীসুন্দরীং চেতসি বিস্মরামি ॥

অন্যকে বিলোকন করিতে চাই না, অন্যের জন্য চেষ্টা নাই। অন্যকে স্মরণ করি না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই না, ইহাই এক মাত্র প্রার্থনা যে, হৃদয় হইতে কখনও যেন শ্রীমত্রিপুরসুন্দরীকে বিস্মৃত না হই।

" শরণং তরুণেন্দুশেখরঃ শরণং মে গিরিরাজকন্যকা।
শরণং পুনরেব তাবুভৌ শরণং নান্যদুপৈমি দৈবতম্ ॥

তরুণ চন্দ্রশেখর ভগবান্ মহেশ্বর আমার শরণ, মহেশ্বরী গিরি-রাজনন্দিনী আমার শরণ, আবার বলিতেছি তাঁহারাই উভয়ে আমার এক মাত্র শরণ, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইব না ॥

" অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেনলাক্ষাৎ।
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে "॥

কণ্ঠে যাঁহা . গরলপান জন্য নীলরেখার অঙ্কপাত না হইয়াছে, অঙ্গ যাঁহার ভুজঙ্গভূষণে বিভূষিত নহে, পাণিতলে যাঁহার কপাল পাত্র বিন্যস্ত না হইয়াছে, ললাট তটে যাঁহার অনল লোচন দেদীপ্যমান নহে, চূড়ায় যাঁহার শশাঙ্করেখা সুশোভিত নহে, বামাঙ্গে যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বিরাজিতা নহেন, এমন দেবতাকে মানি না মানি না। " মানি না " এ শব্দের অর্থ ইহা নহে যে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না বা তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি না, উপাস্য স্বরূপে আমার আর কাহাকেও মানিবার প্রয়োজন নাই, কেননা যাঁহাকে পাইয়াছি, তাঁহাতেই আমি চিরকৃতার্থ, এই ব্যভিচার বিরহিত একান্ত নিষ্ঠায় সতী যেমন পতিপ্রেমের একান্ত ভাগিনী, সাধকও তেমনই জগৎপতির একান্ত প্রেমের অধিকারী, এই অধিকারে আত্মমনঃ সমর্পণ করিবার

জন্যই একের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন—সেই দীক্ষাই তান্ত্রিক দীক্ষা।

অনেক সিদ্ধবংশে পঞ্চায়তনী দীক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দীক্ষার নাম শুনিয়া অনেকে বিষম বিস্ময় বোধও করিয়া থাকেন—কারণ শিব শক্তি সূর্য্য বিষ্ণু গণেশ এই পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পঞ্চদেবতাকে সমান ভক্তিতে উপাসনা করা বড়ই বিড়ম্বনার কথা। সমান ভক্তিতে উপাসনা করিতে হইলে সত্য সত্যই বিড়ম্বনার কথা, বাস্তবিক কিন্তু সমান ভাবে উপাসনা নহে, সকল উপাসকেরই উপাসনায় পঞ্চায়তন আছে। মণ্ডলের মধ্যস্থানে নিজ-ইষ্টদেবতার এবং তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে অপর দেবতা চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠান, তবে পঞ্চায়তনী দীক্ষার বিশেষ এই যে তাঁহারা গুরুমুখ হইতে পঞ্চদেবতার মন্ত্রই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্য দীক্ষায় কেবল একের মন্ত্রই গৃহীত হইয়া থাকে। কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই সাধকের সকল মন্ত্রে অধিকার জন্মে। যদিও পঞ্চদেবতার মন্ত্রে দীক্ষার অভাবে সে অধিকারের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, তথাপি গুরুমুখ হইতে গ্রহণ করিলে সে অধিকার আরও শীঘ্র ফলপ্রদ হয়, এই পর্য্যন্তই বিশেষ। দ্বিতীয়তঃ সাধনসিদ্ধ অভিন্ন-বুদ্ধি কুলতিলক সাধক গণ নিজ ভবিষ্য বংশের কল্যাণ চিন্তায় ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, দেবদ্বেষ-মহা-পাতকে বংশ উৎসন্ন হওয়া বড়ই অপরিণাম দর্শিতার ফল। তাই তাঁহারা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, পঞ্চদেবতার মন্ত্রেই দীক্ষিত হইতে হইবে, অর্থাৎ ইহা যেন কাহারও মনে না হয় যে আমি শাক্ত, বিষ্ণু আমার উপাস্য দেবতা নহেন, সুতরাং বিষ্ণুকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবার প্রয়োজন নাই, অথবা আমি বৈষ্ণব, শক্তি আমার উপাস্য দেবতা নহেন, সুতরাং শক্তির উপাসনা আমার পক্ষে বিফল। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই পঞ্চোপাসনার অধি-কার লাভ করেন, তান্ত্রিক দীক্ষায় সেই অধিকার ফলোন্মুখ হয় এই

মাত্র বিশেষ। গায়ত্রী দীক্ষায় যে তত্ত্বের বীজবপন হয়, তান্ত্রিক দীক্ষা তাহারই অঙ্কুরিত অবস্থা। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-চূড়ামণি উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে—

যাত্রাবলি বিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিক পর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রত ধারণং॥

বার্ষিক সমস্ত পর্ব্বে আমার যাত্রা, বলি বিধান (পূজানুষ্ঠান) বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষার গ্রহণ এবং আমার ব্রত ধারণ করিবে।

বৈদিক স্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র (পৌরাণিক) এই ত্রিবিধ আমার উপাসনা, সুতরাং বেদ তন্ত্র পুরাণ এই শাস্ত্রত্রয়েরই বিহিত বিধির দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

তন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান্ এই বিধিকেই যুগভেদে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন—

কুব্জিকা তন্ত্রে—

শ্রুতি স্মৃতি বিধানেন পূজা কার্য্যা যুগত্রয়ে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্য বিধানতঃ।

শ্রুতিবিহিত এবং স্মৃতিবিহিত বিধি দ্বারা সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে দেবগণের পূজা করিবে, কলিযুগে কেবল তন্ত্রোক্ত বিধির দ্বারা দেবোপাসনা করিবে। তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপাসনা করিলে কলিযুগে দেবগণ প্রসন্ন হয়েন না। তন্ত্রান্তরে ইহাই আরও বিস্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন—

কৃতে তু বৈদিকো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ।

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

পুরশ্চরণ রসোল্লাসে—

তন্ত্রোক্তং ধ্যান মন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে।
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ ভারতে কলৌ।

কলিযুগে ভারতবর্ষে তন্ত্রোক্ত ধ্যানমন্ত্রই প্রশস্ত। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! বরাননে! বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত এবং পুরাণোক্ত ধ্যান মন্ত্রাদি কলিযুগে ভারতবর্ষে কদাচ প্রশস্ত নহে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

বিনা হ্যাগমমার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তেন বিধিনা কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।

প্রিয়ে! আগমোক্ত পথ ভিন্ন কলিযুগে অন্য গতি নাই। শিবে! শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বে আমা কর্তৃকই উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে জ্ঞানী আগমোক্ত বিধি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন।

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধা স্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনা ইবোরগাঃ।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সমস্ত স্বতএব সিদ্ধ, শীঘ্র ফলপ্রদ, এবং জপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে প্রশস্ত। বেদোক্ত মন্ত্র সকল সত্যাদি যুগে সফল ছিলেন, কলিযুগে তাঁহারা বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য এবং মৃতপ্রায়, ভিত্তিচিত্রিত পুত্তলিকা সকল সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিত

হইলেও যেমন স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অসমর্থ, তদ্রূপ তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র সমস্তও কলিযুগে স্ব স্ব কার্য্য সাধনে অসমর্থ।

দত্তাত্রেয় যামলে—

অনীশ্বরস্য মর্ত্তস্য নাস্তি ত্রাতা যথা ভুবি।
তথা দীক্ষাবিহীনস্য নেহ স্বামী পরত্রচ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকার না করে, জগতে তাহার যেমন কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, দীক্ষাহীন পুরুষেরও তদ্রূপ কি ইহলোকে কি পরলোকে রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই।

গৌতমীয়ে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথা চাদীক্ষিতানাঞ্চ মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতং॥

অনুপনীত দ্বিজগণের যেমন নিজ কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই এবং উপনয়নের পরে যেমন তাহাতে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ অদীক্ষিত দ্বিজ গণেরও মন্ত্রজপ এবং দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই এবং দীক্ষার পরেই তাহাতে অধিকার জন্মে। অতএব উপনয়নের পরে দ্বিজগণ আত্মাকে শিবোক্ত [তন্ত্র] শাস্ত্রানুসারে পুনঃ সংস্কৃত করিবেন।

কুলার্ণবে—

নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থক্ষেত্রগমনৈর্নচ শারীর যন্ত্রণৈঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ।

অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা নিয়ম ব্রত তীর্থক্ষেত্রগমন শরীর সংযম প্রভৃতি কোন কার্য্যই সফল হয় না, অতএব সর্ব্বপ্রযত্ন সহকারে গুরু দ্বারা দীক্ষিত হইবে।

আগমসন্দর্ভে—

গায়ত্রী প্রথমা দীক্ষা আত্মজ্ঞানপ্রদীপিকা।
অতো হি প্রথমা পূজা গায়ত্র্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
দীক্ষানুসারেণ ততো হ্যন্যঞ্চ সমুপাসতে।
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে চৈতত্তত্ত্বং প্রশস্যতে॥

গায়ত্রীগ্রহণই আত্মজ্ঞানপ্রবোধিকা প্রথমা দীক্ষা। অতএব প্রথমতঃ গায়ত্রীরই উপাসনা, পরে তান্ত্রিক দীক্ষা অনুসারে অন্যের [ইষ্ট দেবতার] উপাসনা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির পক্ষে ইহাই প্রশস্ত তত্ত্ব—অর্থাৎ প্রথমতঃ উপনয়ন সংস্কারে গায়ত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াই পরে তন্ত্রানুসারে ইষ্টদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের অভাব হেতু, একমাত্র তান্ত্রিক দীক্ষাই বিহিত। এই গায়ত্রী দীক্ষা বৈদিক হইলেও কলিযুগে তন্ত্রোক্ত রূপেই গ্রাহ্য।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয় কর্ম্মণি॥
ততোত্র কথিতং দেবি! দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ॥
তারাদ্যা কমলাদ্যাচ বাগ্ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ॥

এই ব্রহ্মরূপিণী সাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী, সেই রূপই তান্ত্রিকী, অর্থাৎ বৈদিক তান্ত্রিক উভয় কর্ম্মেই প্রশস্তা। দেবি! সেই জন্যই প্রবল কলিকালে দ্বিজাতিগণের বৈদিকমন্ত্রের মধ্যে কেবল গায়ত্রী-মন্ত্রেই নিত্যোপাসনার অধিকার আছে। তাহাতেও কলিযুগে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর আদিতে প্রণব, ক্ষত্রিয়ের লক্ষ্মীবীজ, এবং বৈশ্যের সরস্বতী বীজ দিতে হইবে।

এতদ্‌ভিন্ন তন্ত্রোক্ত দশ সংস্কারাদি কার্য্যে যে সকল বৈদিক মন্ত্রের নির্দ্দেশ আছে, তান্ত্রিক বিধি প্রসঙ্গে মহেশ্বর মহেশ্বরীর মুখে তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়াই সে সমস্ত মন্ত্র বৈদিক হইলেও তান্ত্রিক হইয়া গিয়াছে এ জন্য কলিযুগে সে সকল মন্ত্র দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হইবে না।

সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধি র্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাদ্ দৈবে পৈত্রেচ কর্ম্মণি॥
অতো বিপ্রাদিভি র্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্ত সংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈরিহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ॥
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণমন্নাশনমতঃপরং॥
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ।
শূদ্রানাং শূদ্রভিন্নানামুপবীতং ন বিদ্যতে॥
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ।
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ॥
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা।
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু॥
পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে।
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু॥
বিপ্রাদি বর্ণভেদেষু ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ।
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎ কর্ম্মসু কালিকে॥
প্রণবাদ্যাং স্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিযোজয়েৎ।
কলৌ তু পরমেশানি! তৈরেব মনুভির্নরাঃ॥
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ।
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ॥
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ।

অথোচ্যতে মহামায়ে ! গর্ভাধানাদিকা ক্রিয়া ॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ।

দেবি ! সংস্কার ব্যতিরেকে দেহশুদ্ধি হয় না, একন্য অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব কার্য্যে পিতৃকার্য্যে অধিকারী নহে, অতএব ইহ পরলোকের কল্যাণকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ কর্তৃক নিজ নিজ জাত্যুক্ত সংস্কার সকল সবিধি যত্ন পূর্ব্বক কর্তব্য। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন বিবাহ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে এই দশ সংস্কার শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শূদ্র এবং শূদ্র ভিন্ন (অধম শূদ্র) গণের উপনয়ন নাই, তাহাদিগের নয়টি মাত্রই সংস্কার, কেবল দ্বিজাতিগণের দশ সংস্কার। বরারোহে ! এই দশ সংস্কার এবং এতদ্ভিন্ন নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সমস্ত কর্ম্মই শাম্ভব পথ [তান্ত্রিকরীতি] অনুসারে নির্ব্বাহ করিবে। প্রিয়ে ! যে যে কর্ম্মের যে যে বিধান, তাহা পূর্ব্বেই বেদকর্তা ব্রহ্মার স্বরূপে আমা কর্তৃক কথিত হইয়াছে। সমস্ত সংস্কারকার্য্যে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে মন্ত্র সকলও প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিকে ! সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই সেই মন্ত্রের আদিতে প্রণব প্রয়োগ করিবে। পরমেশ্বরি ! কলিযুগে শঙ্করশাসন [তন্ত্রশাস্ত্র] অনুসারে মানবগণ সেই সেই মন্ত্রেরই প্রথমে মায়াবীজ প্রয়োগ করিয়া সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। নিগম আগম তন্ত্র [গৌতম সনৎকুমার প্রভৃতি] বেদ এবং সংহিতা সমূহে সমস্ত মন্ত্র আমা কর্তৃকই উক্ত হইয়াছে। কেবল যুগভেদে তাহার প্রয়োগ পৃথক্ পৃথক্ হইবে। মহামায়ে ! অনন্তর গর্ভাধানাদি ক্রিয়া কথিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ঋতু সংস্কার এবং তৎপরে ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয় শ্রবণ কর।

সাধক বর্গ ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন, গায়ত্রীদীক্ষা বৈদিক হইলেও কলিযুগে তাহা তান্ত্রিক কি না ? ।

অপিচ—

সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা

সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতান্ ॥ ১ ॥

দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণং

ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ।

জাতকর্ম্ম তথা নাম চূড়াকরণমেবচ ।

মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতং ॥ ২ ॥

তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেবচ ।

যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণং ।

বাপী কূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্মচ ।

গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা

দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈবচ ।

ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ

কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ ।

ময়োক্তেন বিধানেন তৎসর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৩ ॥

ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন জুগুপ্সাশ্রদ্ধয়াপি বা ।

বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৪ ॥

যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি ! প্রবলে কলৌ

যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৫ ॥

মন্মতা সম্মতা দীক্ষা সাধকপ্রাণঘাতিনী ।

পূজাপি বিফলা দেবি ! হুতং ভস্মার্পণং যথা ।

দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৬ ॥

কলিকালে প্রবৃদ্ধেতু জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে !

যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৭ ॥

ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ ।

স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮ ॥

ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ ।
কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চাণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥ ৯ ॥
উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা ।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনায়িকে ।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ১০ ॥
তদ্দত্তাদন্নতোয়াদি নৈব গৃহ্নন্তি দেবতাঃ ।
পিতরোঽপি ন গৃহ্নন্তি যত স্তৎ মলপূয়বৎ ॥ ১১ ॥
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ১২ ॥
অশাস্ত্রবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনং চরেৎ ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন ।
ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥
আগমোক্ত বিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ।
তত্তোয়ং শোনিতসমং পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ ।
তস্মান্মর্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১৪ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
অশাস্ত্রবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি ! নিরর্থকং ॥ ১৫ ॥
অস্তু তাবৎ পরোধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি ।
শাস্তবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৬ ॥
মদুদীরিতমার্গেন নিত্যনৈমিত্ত কর্ম্মণাং ।
সাধনং যম্মহেশানি ! তদেব তব সাধনং ॥ ১৭ ॥
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুতং ।
ভেষজং কলিরোগানাং শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বথা সত্য আচরণে পবিত্রাত্মা হইয়া কলিযুগে মানবগণ মন্মুখ-নির্গত পথ (তন্ত্র) অনুসারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিবে। ১। দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ তর্পণ ব্রত [উপনয়ন] বিবাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নাম-করণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ এ সমস্তই তন্ত্রানুসারে নির্ব্বাহ করিবে। ২। তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদীয় উৎসব, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্রাদিধারণ, বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, প্রতিপদাদি প্রত্যেক তিথি বিশেষে বিহিত কর্ম্ম, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা-স্থাপন, দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, ঋতুকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য এতদ্‌ভিন্ন যাহা কিছু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য এবং ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য সে সমস্তই সম্মুখ-কথিত বিধান অনুসারে সাধন করিবে। ৩। মোহবশতঃ অথবা দুর্ম্মতি বা অশ্রদ্ধা-বশতঃ যদি এই সকল কার্য্য তান্ত্রিক বিধান অনুসারে নির্ব্বাহ না করে, তবে সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া জীব পরলোকে বিষ্ঠারাশি মধ্যে কৃমিজন্ম লাভ করে। ৪। মহেশ্বরি ! প্রবল কলিকালে যদি আমার মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যশাস্ত্রানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই তাহার বিপরীত ফলের নিমিত্ত হইবে। ৫। কলিযুগে মন্মতের অসম্মতা (শাস্ত্রান্তরে উক্তা) দীক্ষা সাধকের প্রাণঘাতিনী হইবে। তাহার অনুষ্ঠিত পূজা বিফলা এবং তৎকৃত হোমও ভস্মে ঘৃতাহুতি হইবে, দেবতা তাহার প্রতি কুপিতা হইবেন এবং পদে পদে তাহার বিঘ্ন ঘটিবে। ৬। অম্বিকে! কলিকাল প্রবৃদ্ধ হইলে আমার নিজমুখনির্গত শাস্ত্রের আজ্ঞা জানিয়াও যদি অন্য শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠাতা মহাপাতকী হইবে। ৭। (বিশেষতঃ উপনয়ন এবং বিবাহ যদি অন্য মার্গ দ্বারা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত মানব ঘোর নরকে বাস করিবে। ৮। অন্য শাস্ত্র অনুসারে উপনয়ন হইলে সে উপনয়নে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, উপনীত মানবক ব্রাত্য [পতিত] এবং চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইয়া নিজ

কণ্ঠে সূত্র মাত্র বহন করিবে। ৯। অন্য শাস্ত্র অনুসারে বিবাহ হইলে সেই বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মতঃ গর্হিতা হইবে। কুলনায়িকে! বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী হইবে। সেই স্ত্রীতে গমন করিলে তাহার বেশ্যাগমন জন্য পাপ দিনে দিনে সঞ্চিত হইবে। ১০। তাহার স্বহস্তদত্ত অন্ন তোয়াদি দেবগণ এবং পিতৃগণ গ্রহণ করিবেন না, যেহেতু তাহার অন্ন মলবৎ, জলপূয়বৎ। ১১। সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অংশে উৎপাদিত সন্তান কানীন [অবিবাহিত কন্যার গর্ব্ভজাত] এবং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইবে, দৈবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে এবং কুলাচারে তাহার অধিকার হইবে না। ১২। শাম্ভব (শম্ভু কথিত) পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি দেবতার স্থাপন করে, তাহা হইলে সেই দেবমূর্ত্তিতে কখনও দেবতার আবির্ভাব হইবে না, সুতরাং [illegible] জন্য তাহাতে কোন ফল নাই, ইহলোকের ফলের মধ্যেও কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়। ১৩। আগমোক্ত বিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি নর শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিফল হইবে এবং শ্রাদ্ধকারী পুরুষ পিতৃলোকের সহিত নরক গমন করিবে। তাহার দত্ত জল শোনিত সমান এবং তাহার পিণ্ড মলময় হইবে, এ জন্য মানব প্রযত্ন সহকারে শঙ্কর-নির্দ্দিষ্ট মত আশ্রয় করিবে। ১৪। দেবি! অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শাম্ভব পথ পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, সে সমস্তই নিরর্থক হইবে। ভাবী ধর্ম্ম দূরে থাকু, পূর্ব্ব ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, শাম্ভব-আচারহীন হইলে নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। ১৫। ১৬। মহেশ্বরি! মদুক্ত পথ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান, তাহাই তোমার সাধন, তন্মধ্যে তোমার মন্ত্রযন্ত্রাদি সংযুক্ত যে আরাধন, তাহাই বিশেষ সাধন, কলিকাল জন্য ভবরোগের সেই মহৌষধ আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর”।

ত্রৈলোক্যকল্যাণনিধান ভগবানের এই সকল আজ্ঞা অনুসারে

সাধক বর্গ ইহাও দেখিয়া লইবেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিপুল প্রচারের অভাবে আর্য্য জাতির কি অপরিবর্ত্তনীয় সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে। এই সকল ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বহুল তন্ত্রগ্রন্থের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন পূরণার্থ সাধকগণের হৃদয়ে তন্ত্রগ্রন্থের সংগ্রহ-বাঞ্ছাও অবশ্যম্ভাবিনী, কিন্তু শোচনীয় সম্বাদ এই যে রোগের প্রারম্ভেই ঔষধালয় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। কলিযুগের আরম্ভেই ধর্ম্মবিপ্লবের প্রবল কালানলে সুমেরুসদৃশ পুঞ্জ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল প্রায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই দগ্ধাবশিষ্ট প্রায়োদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ গ্রন্থ-রাশির মধ্যে মূলতন্ত্র এবং তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ প্রয়োগ অনুসারে যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার পরে আর তাহা উল্লেখ করিবার অবসর আমাদের ঘটিবে না, এ জন্য মন্ত্রতন্ত্রের আরম্ভের পূর্ব্বেই প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে তাহার কতিপয় গ্রন্থের নাম আমরা সাধকবর্গের অভিজ্ঞানের জন্য সন্নিবেশিত করিয়া দিতেছি, তাঁহারা ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন, অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে এই গভীর তত্ত্ব পূরিত অপার তন্ত্রবারিধির বিশাল গর্ভে তাহা কোথায় লুক্কায়িত হইবে তাহার ইয়ত্তা থাকিবে কি না।

" কালীবিলাস কঙ্কালমালিনী মুণ্ডমালা মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় মহানির্ব্বাণ মালিনীবিজয় মহানীল মহাকাল-সংহিতা ফেরুতন্ত্র ভৈরবতন্ত্র ভৈরবীতন্ত্র ভূতডামর বীরভদ্র বীজ-চিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ত্রিপুরাসার বিশ্বসার বরদাতন্ত্র বাসু-দেবরহস্য বারাহীতন্ত্র বৃহদ্‌গৌতমীয় বর্ণোদ্ধৃতিতন্ত্র বিষ্ণুযামল বৃহ-ন্নীল বৃহদ্যোনি বিষ্ণুরহস্য বাগকেশ্বর ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র ব্রহ্মযামল অদ্বৈত-তন্ত্র বর্ণবিলাস ফেৎকারিণী পুরশ্চরণরসোল্লাস পুরশ্চরণচন্দ্রিকা পিচ্ছিলাতন্ত্র প্রপঞ্চসার হংস পারমেশ্বরতন্ত্র নবরত্নেশ্বর নিত্যাতন্ত্র নীলতন্ত্র নারায়ণীয়ক নিরুত্তর নারদীয় নাগার্জ্জুন দক্ষিণামূর্ত্তি দক্ষিণা-

মূর্ত্তি সংহিতা সঙ্কিণীতন্ত্র যোগিনীতন্ত্র যোনিতন্ত্র যোগসার যোগার্ণব যোগিণীহৃদয় যোগস্বরোদয় আকাশভৈরব রাজরাজেশ্বরী রাধাতন্ত্র রেবতীতন্ত্র রুদ্রযামল রামার্চ্চণচন্দ্রিকা শাম্বরতন্ত্র ইন্দ্রজালতন্ত্র কালী-তন্ত্র কামাখ্যাতন্ত্র কামধেনুতন্ত্র কালীকুলসর্ব্বস্ব কুমারীতন্ত্র কৃকলাস দীপিকা কালোত্তর কুব্জিকাতন্ত্র, কুলোড্ডীয় কুলার্ণব, কুলমূলাবতার কুলসূত্র যক্ষডামর সরস্বতীতন্ত্র সারদাতন্ত্র শক্তিসঙ্গম শক্তিকাগমসর্ব্বস্ব ঊর্দ্ধাম্নায় স্বতন্ত্রতন্ত্র সম্মোহতন্ত্র চীনাচার তোড়লতন্ত্র বুদ্ধতন্ত্র একবীরা-তন্ত্র নিগম-কল্পদ্রুম নিগম-কল্পলতা নিগমসার শ্যামারহস্য তারারহস্য স্কন্দযামল অন্নদাকল্প অন্নপূর্ণাকল্প আগমকল্পদ্রুম আগমতত্ত্ববিলাস আগমদ্বৈতনির্ণয় আগমসন্দর্ভ আগমসার আদিত্যহৃদয় উত্তরকামাখ্যা উত্তরতন্ত্র উৎপত্তিতন্ত্র উমাযামল একবীরাকল্প কমলাতন্ত্র কমলাবিলাস কাত্যায়ণীতন্ত্র কালিকার্চ্চন চন্দ্রিকা কালীকল্প কালীকুলসদ্ভাব কালী-কুলামৃত কালীকুলার্ণব কালীক্রম কালীহৃদয় কুমারীকল্প কুলচূড়ামণি কুলপ্রকাশ কুলসার কুলসুন্দর কুলাচার কুলার্ণব কৃষ্ণার্চ্চনচন্দ্রিকা কৌলার্চ্চনদীপিকা কৌলাবলী ক্রমচন্দ্রিকা ক্রমদীপিকা ক্রিয়াযোগসার ক্রিয়াসার গণেশবিমর্ষিনী গন্ধর্ব্বতন্ত্র গায়ত্রীতন্ত্র গুপ্তদীক্ষা গুপ্তসাধন গুপ্তার্ণব গুরুতন্ত্র গূঢ়ার্থদীপিকা গৌতমীয়তন্ত্র গৌরীযামল ঘেরুণ্ডসংহিতা চক্রবিচার চীনতন্ত্র যামল জ্ঞানতন্ত্র জ্ঞানার্ণব ডামর তন্ত্রকৌমুদী তন্ত্রচূড়া-মণি তন্ত্রদীপিকা তন্ত্রপ্রমোদ তন্ত্ররত্ন তন্ত্ররাজ তন্ত্রসাগরসংহিতা তন্ত্রসার তন্ত্রাদর্শ তান্ত্রিকদর্পণ তারাখণ্ড তারানিগম তারাতন্ত্র তারাপ্রদীপ তারা-ভক্তিসুধার্ণব তারার্ণব তারাসার ত্রিপুরাকল্প ত্রিপুরার্ণব ত্রিপুরাসার-সমুচ্চয় ত্রৈলোক্যসম্মোহন দক্ষিণামূর্ত্তিকল্প দত্তাত্রেয়যামল দুর্গাকল্প দেবীযামল দেব্যাগম নন্দিকেশ্বরসংহিতা নারদ পঞ্চরাত্র নারায়ণীতন্ত্র নিগমকল্পলতা নিগমকল্পসার নিগমতত্ত্বসার নিবন্ধতন্ত্র নৃসিংহকল্প পরমহংসপটল পরদেবীরহস্য পুরশ্চরণবোধিনী পূজাসার প্রপঞ্চসার প্রয়োগসার বালাবিলাস ব্রহ্মযামল ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র ভগবদ্ভক্তিবিলাস

ভাবচূড়ামণি ভীমপরাক্রম ভুবনেশ্বরীতন্ত্র ভুবনেশ্বরীপারিজাত ভূতশুদ্ধিতন্ত্র ভৈরবকোষ ভৈরবযামল ভৈরব সংহিতা মৎস্যসূক্ত মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ মন্ত্রদর্পণ মন্ত্রমহোদধি মন্ত্রমুক্তাবলী মন্ত্ররত্ন মন্ত্ররত্নাবলী মহাকাপিলপঞ্চরাত্র মহাকালমোহিনীতন্ত্র মহানীলতন্ত্র মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্র মানসোল্লাস মালিনীতন্ত্র মৃড়াণীতন্ত্র মেরুতন্ত্র যোগচিন্তামণি রেবাতন্ত্র লক্ষসাগর লক্ষ্মীকুলার্ণব লিঙ্গার্চ্চন বর্ণভৈরব বামদেবতন্ত্র বায়বীয়সংহিতা বারাহীতন্ত্র বিদ্যানন্দনিবন্ধ বিদ্যোৎপত্তিতন্ত্র বিমলাতন্ত্র বীরতন্ত্র বৃহত্তন্ত্রসার বৃহত্তোতলাতন্ত্র বৃহৎশ্রীক্রমসংগ্রহঃ বৃহদ্রুদ্রযামল বৃহন্নির্ব্বাণ বৃহন্মায়াতন্ত্র বেহায়সীমন্ত্রকোষঃ ব্যোমকেশসংহিতা ব্যোমরত্নতন্ত্র শক্তিযামল শক্তিতন্ত্র শম্ভুসংহিতা শাক্তক্রম শাক্তানন্দতরঙ্গিণী শাম্ভবীতন্ত্র শারদাতন্ত্র শারদাতিলক শাম্বতন্ত্র শিখরিণীতন্ত্র শিবতাণ্ডব শিবধর্ম্ম শিবরহস্য শিবসংগ্রহ শৈবরত্ন শৈবাগম শ্যামাকল্পলতা শ্যামাপ্রদীপ শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা শ্যামাসপর্য্যাক্রম শ্যামাসপর্য্যাবিধি শ্রীকুলার্ণব শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি শ্রীরামসংগ্রহ সনৎকুমারতন্ত্র সময়াতন্ত্র সময়াচারতন্ত্র সম্মোহনতন্ত্র সরস্বতীতন্ত্র সারচিন্তামণি সারসংগ্রহ সারসমুচ্চয় স্বারস্বততন্ত্র সিংহবাহিনীতন্ত্র সিদ্ধলহরীতন্ত্র সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা সিদ্ধান্তসার সিদ্ধেশ্বরীতন্ত্র সোমশম্ভু স্বচ্ছন্দমাহেশ্বর হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র হরগৌরীসংবাদ উড্ডামরেশ্বর কালিকোল্লাস কুলকল্পলতা কামাখ্যাদর্পণ কৌমারীবিলাস চণ্ডিকার্চ্চনচন্দ্রিকা চামুণ্ডাতন্ত্র অঘোরভৈরব অঘোরভৈরবী ভৈরবানন্দসার নিগমতত্ত্বরত্ন শিবসূত্র নিত্যাপ্রয়োগসার নির্ব্বাণসংহিতা কামরূপদীপিকা কামেশ্বরতন্ত্র কামাখ্যাপ্রয়োগ হনুমৎকল্প বিজয়াতন্ত্র পীঠরত্নাকর কাত্যায়নীকল্প গৌরীতন্ত্র মাতঙ্গীতন্ত্র ষোড়শীসংহিতা পার্ব্বতীতন্ত্র ডামরসূত্র ষট্‌কর্ম্মদীপিকা ষট্‌কর্ম্মদীধিতি চক্রেশ্বর চক্রমুকুর কৌলকৃত্যতত্ত্ব কৃত্যাতত্ত্ব কৃত্যাপ্রয়োগ আগমার্ণব অভিচারকবচ শ্যামাসপর্য্যা সিদ্ধিতন্ত্র।

এপর্য্যন্ত সাধারণ অনুসন্ধান দৃষ্টিতে প্রমাণপ্রয়োগসহকারে যে

সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, দিগ্ দর্শনের জন্য তাহারই অংশ বিশেষ এ স্থলে উল্লিখিত হইল, সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে আমরা এক্ষণে অনবসরগ্রস্ত। এতদ্ভিন্ন তান্ত্রিক আচার্য্যগণের মুখে শুনিতে পাই—তন্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা একলক্ষ, কেহ কেহ বলেন তদপেক্ষাও অনেক অধিক, তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশ্বস্তসম্প্রদায়ের মত এই যে অদ্যাপি তন্ত্রসৃষ্টির বিরাম হয় নাই, এবং আবহমান কালপরম্পরায় হইবেও না। অদ্যাপি কৈলাসশিখরে ভগবান্ গণপতিদেব জনক জননীর মুখে যে কোন তন্ত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাহাই হিমাচল-নিবাসী ঋষিবর্গের সন্নিধানে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ত্রিলোকহিতৈষী মহর্ষিবর্গ ও সিদ্ধ সাধক বর্গ পরম্পরায় জগতে তাহার প্রচার করিয়া থাকেন, এইরূপেই পৃথিবীমণ্ডলে তন্ত্রের অবতারণা, সুতরাং জগতে নিত্য নব তন্ত্রের আবির্ভাব কিছুই বিচিত্র নহে। তাই অদ্যাপি কৈলাস-মণিমন্দিরে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দসমিতিসিংহাসনে সমাসীন ত্রিভুবনজনক-জননী পরব্রহ্মদম্পতির কথোপকথনচ্ছলে শব্দব্রহ্ম তন্ত্রশাস্ত্র নিত্যনব-রূপে আবির্ভূত এবং লুপ্ততন্ত্র সকল ঘোর কলিকলুষার্ণবমগ্ন পাতকি-কুলের উদ্ধারার্থ পুনরুদ্ধৃত হইতেছে—ইহাই সাধককুলের দিব্য দৃষ্টি পরীক্ষার আমোঘ উদ্‌ঘোষণা।

মন্ত্র-তত্ত্ব।

মন্ত্র সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে স্বল্পাক্ষরে যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ দ্বিবিধ, প্রথম বাচক শক্তি, দ্বিতীয় বাচ্য শক্তি। সাধকের উপাসনাক্রমে বাচকশক্তি জাগরিতা হইলে তবে বাচ্য শক্তির স্বরূপ প্রকাশ হইবে। যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেরূপ মূর্ত্তিমতী হউন না কেন, সকলেই সেই মূলাধার-বিবরবিলাসিনী কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গ বিভূতি বই আর কিছুই নহেন। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণমালাই মাতৃকাসরস্বতীর অক্ষমালা। এই পঞ্চাশদ্বর্ণ হইতেই অনন্তকোটি মহামন্ত্রের আবির্ভাব,

এবং এই সকল মন্ত্রই সিদ্ধি সাধনার একমাত্র নিদান। এই মন্ত্রই বীজ অঙ্কুর স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব পত্র পুষ্প ফল ভেদে নানাবিধ। বীজবপন ব্যতিরেকে পত্র পুষ্প ফল পল্লবের আশা যেমন অসম্ভব, দেবতার স্বরূপ মন্ত্র ব্যতিরেকেও তদ্রূপ অন্যান্য মন্ত্রে অধিকার অসম্ভব, এই জন্যই দীক্ষাকালে দেবতার স্বরূপ মন্ত্র যাহা লাভ করা যায়, তাহার নাম বীজমন্ত্র। সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত পরিষ্কৃত এবং কৃপাসলিল-সেচনে সুসিক্ত করিয়া গুরুরূপী পরব্রহ্ম তাহাতে যে মহাবীজবপন করেন, সেই বীজেরই অঙ্কুরোদ্গম দেবতার নামঘটিত মন্ত্র, তৎপর তান্ত্রিকসন্ধ্যা গায়ত্রী ন্যাস পূজা ও উপচার-মন্ত্র, তাহারই স্তম্ব কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা পল্লব, স্তবন বন্দন তাহারই পত্র পুষ্প এবং মন্ত্রাত্মক কবচ তাহার ফল স্বরূপ। ফল মধ্যে যেমন সকল বীজ নিহিত, এবং বীজের অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অঙ্কুর কাণ্ড পত্র পুষ্পাদি নিহিত, তদ্রূপ মন্ত্রফল কবচের মধ্যেও বীজমন্ত্র সকল নিহিত এবং সেই বীজেরই অভ্যন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে সিদ্ধি সাধনশক্তি প্রভৃতি অবস্থিত। এক্ষণে বর্তমান সমাজে শাস্ত্রীয়-তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাবশতঃ অনেকের সন্দেহ এই যে—পরমেশ্বরের উদ্দেশে আত্মবক্তব্যের ভাষার নাম মন্ত্র। সুতরাং আমার যে ভাষাতে ইচ্ছা, আমি সেই ভাষাতেই তাঁহাকে আত্মবিষয় জানাইতে পারি, তাহার জন্য চিরপুরাতন শাস্ত্রবাক্য [বাঁধিগদ] অভ্যাস করিবার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, তাঁহারা মন্ত্রের লক্ষণ যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই আদৌ অশাস্ত্রীয় এবং ভ্রান্ত, মন্ত্রলক্ষণে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মানমন্ত্রাশ্চমন্ত্র উচ্যতে ॥

যাহার মনন হইতে বিশ্ব বি-জ্ঞান, বিশ্বময় বিশেষ জ্ঞান [ব্রহ্মজ্ঞান] ব্রহ্মসত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা পৃথক্ নহে, এই একান্ত অনুভব প্রত্যক্ষ